স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়
জ্বালানির সাশ্রয়

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত

২০০৯-২০২৩

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.emrd.gov.bd

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত

২০০৯-২০২৩

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০২৩

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ আঃ খালেক মল্লিক
অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

এ কে এম মিজানুর রহমান
যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস
যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোঃ হাসানুজ্জামান
উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহাকারী সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

শিহাব মাহমুদ
উপ-পরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট

মোঃ নাজমুল হক
সহকারী পরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট

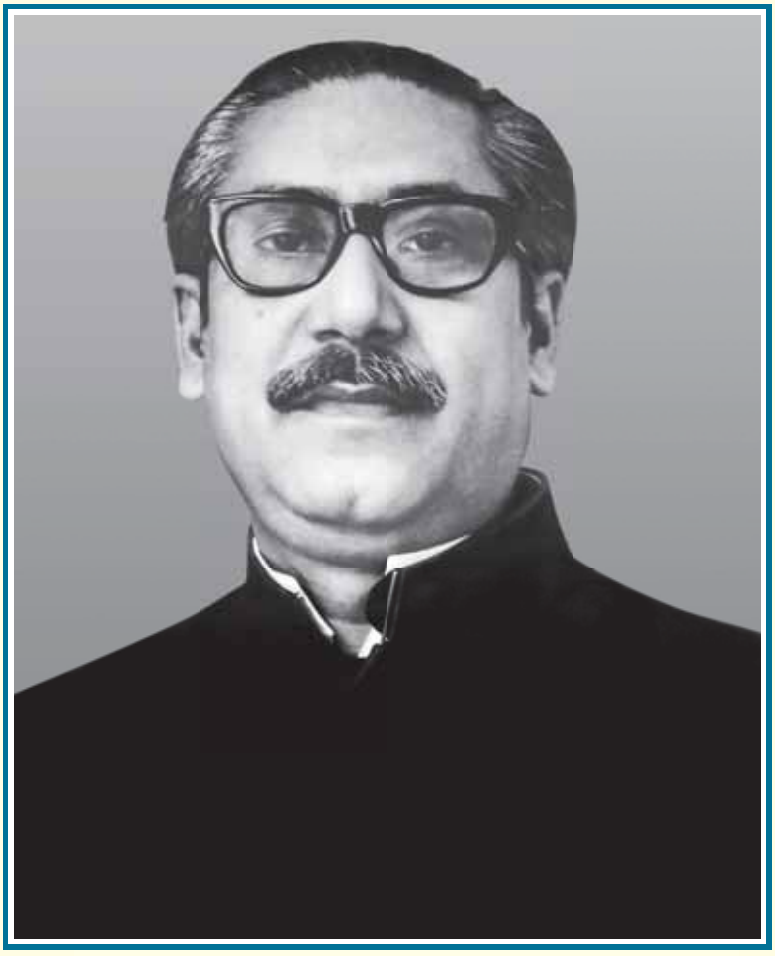

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উন্নয়নের জন্য "জনগণের ক্ষমতায়ন"-এ সত্য প্রতিষ্ঠায় আমরা কাজ করে যাব, যাতে কেউ উন্নয়ন-বঞ্চিত না হয়।

শেখ হাসিনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৪০ বছরপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৫ বছরের অর্জন নিয়ে "উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত" শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা বিস্তৃত। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয়, The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের Eastern Inc-কে সরকারিভাবে গ্রহণ এবং পেট্রোবাংলার মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৫ বছরে গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৬টি, গ্যাস উৎপাদন বেড়ে দাড়িয়েছে ৩০০০ এমএমসিএফডি'র উপরে, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৩ কিলোমিটার। দেশের উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ভাসমান তরলীকৃত জ্বালানি (FSRU) প্রতিষ্ঠাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ১৫ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশিতে দাড়িয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল সরবরাহ পাইপলাইন

স্থাপন কাজ অব্যাহত রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্পসময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের "উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত (২০০৯-২০২৩)" শীর্ষক প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বার্থে শিল্প-কারখানাসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ করা অপরিহার্য। এরূপ উপলব্ধি থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি কোম্পানি শেল অয়েল হতে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্ট্যার্লিং মূল্যে ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

জাতির পিতার নির্দেশিত পথে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০৪১' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের তিনটি মেয়াদে (২০০৯-২০২৩) নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান, দেশীয় উৎস হতে গ্যাস উত্তোলনের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ও স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির কার্যক্রম বেগবান করা, বিকল্প জ্বালানি এলপিজির সরবরাহ বৃদ্ধি করা, জ্বালানি তেলের পাইপলাইন স্থাপন ও মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, সমুদ্র এলাকার ব্লকসমূহে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে উৎপাদন ও বন্টন চুক্তি (পিএসসি) হালনাগাদকরণ প্রভৃতি উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে বিগত দেড় দশকে (২০০৯-২০২৩) ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা) আবিস্কৃত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গ্যাসের সরবরাহ দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ৩,০০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে গৃহস্থালী শ্রেণিতে ৪ লক্ষের অধিক প্রিপেইড মিটার এবং শিল্প ও সিএনজি গ্রাহক শ্রেণিতে ৩ হাজারের অধিক ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১,৫২৩ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বাপেক্স- এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১টি রিগ পুনর্বাসন, ৪টি নতুন রিগ ক্রয় ও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য এলএনজি আমদানির জন্য প্রতিটি ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ২টি ভাসমান টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এলএনজি আমদানির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরও ২টি ভাসমান টার্মিনাল এবং ১টি ল্যান্ড-বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ

করা হয়েছে। দেশের অফশোর এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য 'Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract 2023' চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বানের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিগত প্রায় ১৫ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে প্রায় ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। একই সময়ে সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহের পরিমাণ ৩৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন হতে প্রায় ৭৩.৪২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। জ্বালানি তেল খালাস ও পরিবহনে সময় ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে বর্ণিত সময়ে প্রায় ৬২৪ কি: মি: পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মাণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সময়ে এলপিজির সরবরাহ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন হতে প্রায় ৩৩ গুন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত প্রায় ১৫ বছরে জ্বালানি খাতে সরকারের গৃহীত বহুমুখী উদ্যোগ ও অর্জনের তথ্য সম্বলিত প্রকাশনা " উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত ২০০৯-২০২৩" দেশীয় জ্বালানি সম্পদের অনুসন্ধান, সংরক্ষণ, সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তাগণসহ জ্বালানি উৎপাদনকারী থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত সকলের জন্য একান্ত সহায়ক হবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এই পুস্তক প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

মোঃ নূরুল আলম
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস নির্ভর সার কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্প স্থাপনের ফলে দেশজ উৎপাদন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনার পাশাপাশি জ্বালানি চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশীয় গ্যাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নতুন নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপসমূহের ওয়ার্ক ওভার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের সুফল হিসেবে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণে আরও বেশি এলএনজি আমদানির পাশাপাশি সরকার নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উন্নয়ন, অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৯ ও বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মডেল পিএসসি-২০২৩ প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও, সরকার জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে জি-টু-জি পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল ও স্পট মার্কেট হতে প্রতিযোগিতামূলক দরে এলএনজি সংগ্রহ, গ্যাসের ভাসমান মজুদ ও রূপান্তর ইউনিট স্থাপন, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন, কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে।

২০০৯ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরও অধিক পরিমাণ জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারির শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মিত হয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে, নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহণের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত তেল, সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মাদার ভেসেল হতে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং ও পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এবং মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের

প্রধান স্থাপনায় সরবরাহের সুবিধাদি স্থাপনে কাজ চলমান রয়েছে। প্রধান স্থাপনা হতে চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন অটোমেশন, প্রি-পেইড মিটার ও স্কাডা সিস্টেম স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নতুন রিফাইনারি স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি সেক্টর আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জ্বালানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-কে সহজলভ্য করতে জনবান্ধব এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে 'রূপকল্প-২০৪১'-এর লক্ষ্যমাত্রা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ 'সবার জন্য টেকসই জ্বালানি' অর্জনে জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করতে বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সময়োপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত দেড় দশকে জ্বালানি খাতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত এ প্রকাশনা দেশীয় জ্বালানি সম্পদের অনুসন্ধান, সংরক্ষণ, সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তাগণসহ জ্বালানি উৎপাদনকারী থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত সকলের জন্য সহায়ক হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। এটি প্রকাশের সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

মোঃ নূরুল আলম
সচিব

সূচিপত্র

১.	এক নজরে জ্বালানি খাত	১৫
২.	গ্যাস খাতের উন্নয়ন পরিক্রমা	১৯
৩.	পেট্রোলিয়াম খাতের উন্নয়ন পরিক্রমা	৩১
৪.	খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রম	৫২
৫.	জ্বালানি খাতের রেগুলেটরি কার্যক্রম	৬৪
৬.	জ্বালানি খাতের নীতি, কৌশল এবং গবেষণা কার্যক্রম	৬৭
৭.	মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	৭১
৮.	দেশের সুনীল অর্থনীতির সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন	৭৫
৯.	প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা	৭৮

১. এক নজরে জ্বালানি খাত

জ্বালানি খাতের ভিত্তি প্রস্তুতকরণ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করেন।
- তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
- বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসাবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

গত ১৫ বছরে গ্যাস খাতে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

- বাপেক্স- এর সক্ষমতা (১টি রিগ পুনর্বাসন, ৪টি নতুন রিগ ক্রয় ও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়) বৃদ্ধি করে দেশীয় উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ২০০৯ সালের গ্যাসের সরবরাহ দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে বর্তমানে দৈনিক ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ১৯,৩১১ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১২,৩৩৪ লাইন কিলোমিটার ২ ডি ও ৪,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার ৩ ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদিত হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের ১৪৬টি (অনুসন্ধান-২১, উন্নয়ন/মূল্যায়ন-৫৪ ও ওয়ার্কওভার-৭১) কূপ খনন করা হয়েছে।
- দেশে গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আরো ৪৬টি কূপ খননের বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা মোট (৬টি) গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত ৬টি গ্যাসক্ষেত্রে উত্তোলন যোগ্য গ্যাসের মজুদ ৮৫৮ মিলিয়ন ঘনফুট।
- ১৬টি ওয়েলহেড ও ৩টি পাইপলাইন কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে।
- গৃহস্থালী শ্রেণিতে ৪ লক্ষের অধিক প্রিপেইড মিটার এবং শিল্প ও সিএনজি গ্রাহক শ্রেণিতে ৩ হাজারের অধিক ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।
- ১,৫২৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে।
- বঙ্গোপসাগরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১২,৯৩২ লাইন কিলোমিটার 2D Non-Exclusive Multi-client Seismic Survey জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

- তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য প্রতিটি ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ২টি ভাসমান টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে।
- তৃতীয় ও চতুর্থ FSRU যথাক্রমে কক্সবাজারের মহেশখালী ও পটুয়াখালীর পায়রাতে স্থাপন, মহেশখালীতে বিদ্যমান একটি FSRU-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- 'Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract ২০২৩-চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২০৫০ সাল পর্যন্ত Integrated Energy & Power Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ্যাস খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্বন নির্গমণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার পুরাতন গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশের গ্যাস খাতকে আধুনিকায়নের জন্য Enterprise Resource Planning (ERP) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ১৫ বছরে পেট্রোলিয়াম খাতে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ ছিল ৩৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারিভাবে প্রায় ৭৩.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশের পেট্রোলের শতভাগ এবং অকটেনের চাহিদার সিংহভাগ দেশে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট ও Catalytic Reform Unit (CRU)-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ক্রুড অয়েল রিফাইনিং ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরনের জন্য বিদ্যমান ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL এর পাশাপাশি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক Engineering Design সম্পাদন করা হয়েছে।
- জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।
- ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারির শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কি. মি. দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপনের পর পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল পরিবহন কার্যক্রম গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।
- আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি Single Point Mooring (SPM) with Double Pipeline প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। SPM-এর ক্রুড অয়েল ও ডিজেল অংশের কমিশনিং কার্যক্রম নভেম্বর ২০২৩ মাসে সম্পাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। SPM সিস্টেম চালু হলে তেল পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

- জ্বালানি তেলের ব্যয় সাশ্রয়ী ও দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৯.৫৭ কিলোমিটার তেল পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে।
- ঢাকার হযরত শাহজালাল (রঃ) ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জ্বালানি তেল (জেট-এ-১) সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য প্রায় ২১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- জানুয়ারি ২০০৯ এ দেশে মোট এলপিজি সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে তা প্রায় ৩৩ গুন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

গত ১৫ বছরে খনিজ ও অন্যান্য খাতে অর্জনসমূহ

- তেল গ্যাস ব্যতিত খনিজ সম্পদ হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮০৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।
- দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া থেকে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।
- উত্তোলিত কয়লার সমূদয় অংশই ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।
- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি কর্তৃক ভূগর্ভস্থ খনি হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে।
- ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং ৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্জিত সমুদ্র অঞ্চলে তেল ও গ্যাসের প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান আছে। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক ৪টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এ ৪টিসহ মোট ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মজুদের পরিমান প্রায় ৭,৮২৩ মিলিয়ন ঘনফুট, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১,৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৫ বছরে জ্বালানি খাতের অর্জন
(২০০৯ সাল হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

গ্যাসক্ষেত্র
বৃদ্ধি হয়েছে
৬টি

২০২৩: ২৯টি

২০০৯: ২৩টি

কূপ খনন রিগ
নতুন ক্রয় ৪টি
পুনর্বাসন ০১ টি

২০২৩: নতুন ৪টি ক্রয়, পুনর্বাসন ১টি

২০০৯: ২টি অকার্যকর

তেল মজুদ ক্ষমতা
বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.৭০ লক্ষ মে. টন

২০২৩: ১৩.৭০ লক্ষ মে. টন

২০০৯: ৯.০০ লক্ষ মে. টন

গ্যাস সরবরাহ
বৃদ্ধি
১২৫৬
এমএমসিএফডি

২০২৩: ৩০০০+ এমএমসিএফডি

২০০৯: ১৭৪৪ এমএমসিএফডি

জ্বালানি তেল
পাইপলাইন
বৃদ্ধি ৬২৪
কিলোমিটার

২০২৩: ৬২৪ কি. মি.

২০০৯: ০ কি.মি.

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন
বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫২৩ কিলোমিটার

২০২৩: ৩৬২৫ কি.মি.

২০০৯: ২১০২ কি.মি.

সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ
বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.২০ লক্ষ মে. টন

২০২৩: ৭৩.৪৬ লক্ষ মে. টন

২০০৯: ৩৩.২৬ লক্ষ মে. টন.)

এলপিজি সরবরাহ
বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩ গুণ

২০২৩: ১৫ লক্ষ মে. টন

২০০৯: ৪৫ হাজার মে. টন

২. গ্যাস খাতের উন্নয়ন পরিক্রমা

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনসাধারণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির সরবরাহের ভিত্তি রচনা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে পদার্পনের দুই মাস ষোল দিনের মাথায় ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশবলে নিজস্ব ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ঐ করপোরেশনকেই বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন নামকরণ করা হয় যা সংক্ষিপ্তভাবে 'পেট্রোবাংলা' নামে পরিচিত। পাঁচ দশকের পথ পরিক্রমায় বর্তমানে পেট্রোবাংলা ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতার অধিকারী নেতা বঙ্গবন্ধু, ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানি হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ৪.৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (তৎকালীন হিসাবে ১৭.৮৬ কোটি টাকা) মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। ক্রয়কালীন সময়ে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট মজুদ ৫.৫৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) ধরা হয়েছিল, যা জ্বালানি খাতের ভিত্তি রচনা করে দেয়।

সর্বশেষ পুনমূল্যায়নে এই ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট গ্যাস মজুদ প্রাক্কলন করা হয় ১৫.৫৮ টিসিএফ। ক্রয়ের পর হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত উৎপাদিত ১০.২৬ টিসিএফ গ্যাসের আর্থিক মূল্য বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে প্রায় ৬,২১,০০০ (ছয় লক্ষ একুশ হাজার) কোটি টাকা। ৪৮ বছর ব্যবহারের পরেও (জুলাই, ২০২৩) উক্ত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে মজুদ অবশিষ্ট রয়েছে ৫.২৩ টিসিএফ, যার বর্তমান আর্থিক মূল্য প্রায় ৩,১৭,০০০ (তিন লক্ষ সতেরো হাজার) কোটি টাকা।

জাতির পিতার যুগান্তকারী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসাবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দেশের জ্বালানি চাহিদা ও যোগানের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান পূরণ তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের আমলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার

- দেশে বর্তমানে আবিস্কৃত গ্যাস ফিল্ডের সংখ্যা ২৯টি, যার মধ্যে বর্তমানে ২০টি গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে;

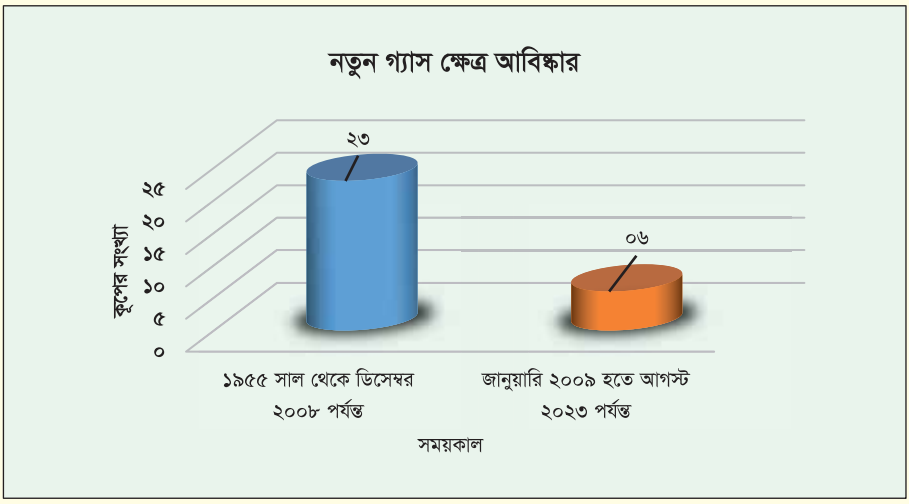

চিত্র: ২০/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র শুভ উদ্বোধন

- নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কারের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০০৯ হতে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ৩২,৩৫১ লাইন কিলোমিটার ২ ডি জরিপ এবং ৫৯৭১ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি জরিপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ১৯১৪ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ৯৪ বছরে ২০,০১৭ লাইন কিলোমিটার ২ ডি জরিপ এবং ১,৩০১ বর্গ কিলোমিটার ৩ ডি জরিপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ২,৯৩৮ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সাইসমিক জরিপ ও ৭৮৫ বর্গ কিলোমিটার ৩ ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

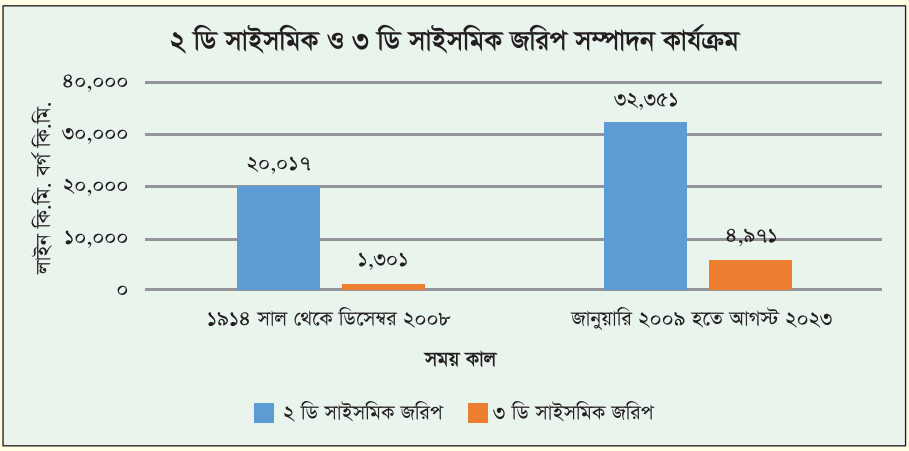

কূপ খনন কার্যক্রম:

- জানুয়ারি ২০০৯ হতে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছরে ২১টি অনুসন্ধান কূপ, ৫৪টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ৭১টি ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ১৯৫৫ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৫৩ বছরে ৭৬টি অনুসন্ধান কূপ, ৯৪টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২২ টি ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছিল।

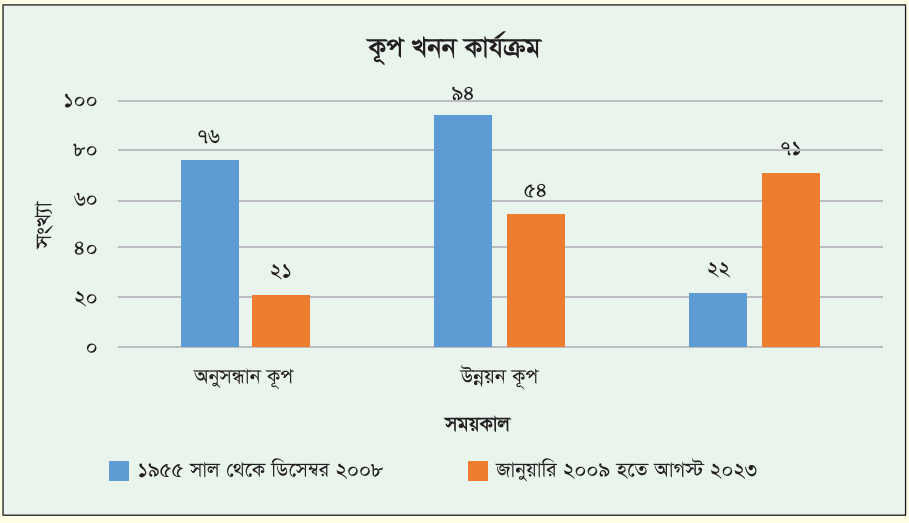

- প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে। তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৪টি নতুন রিগ (২টি ড্রিলিং রিগ ও ২টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয় করা হয়েছে এবং ১টি পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চিত্র: বিজয় ১২ রিগ (বাপেক্স)

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

- ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। দেশে গ্যাস উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দৈনিক দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক। আমদানিকৃত এলএনজিসহ বর্তমানে দেশে গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা দৈনিক কমবেশী ৩,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে;
- গ্যাস কূপ থেকে বর্ধিত হারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ১৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপিত হয়েছে এবং ৯টির স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- দেশীয় উৎস হতে গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য প্রক্ষেপন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ডিপ ড্রিলিংসহ মোট ৪৬টি কূপ খননের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে ৭টি কূপের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে ও ৩টি কূপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক ৭৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সংযুক্ত হচ্ছে।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি ও অবকাঠামো নির্মাণ

- ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনে গ্যাসের দেশীয় উৎস সন্ধানের পাশাপাশি সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Company (Pvt.) Ltd. (SLTCPL) কর্তৃক দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Regasification Unit, FSRU) স্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় কাতার এবং ওমান হতে এলএনজি আমদানি করে স্থাপিত দু'টি FSRU এর মাধ্যমে রি-গ্যাসিফিকেশন পূর্বক রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

- শিল্প, বাণিজ্যিক, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও সার খাতে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিশ্চিতকরণে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত মহেশখালীতে আরও একটি (তৃতীয়) FSRU স্থাপন, মাতারবাড়িতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল, পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের গভীর সমুদ্রে চতুর্থ FSRU স্থাপনসহ EEBL কর্তৃক মহেশখালীতে স্থাপিত এলএনজি টার্মিনাল-এর রি-গ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা দৈনিক আরও ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্ণিত কার্যক্রম যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হলে এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

- জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদে কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd) (Qatar gas) ও ওমানের OQ Trading Ltd. (OQT) হতে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। বিদ্যমান এলএনজি সরবরাহ চুক্তির পাশাপাশি দেশের বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কাতার ও ওমানের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদে আরও অতিরিক্ত এলএনজি আমদানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- এছাড়া চাহিদার ভিত্তিতে পেট্রোবাংলার সাথে Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষরকারী বিশ্বের স্বনামধন্য ২১টি প্রতিষ্ঠান হতে দরপ্রস্তাব আহবানের মাধ্যমে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে।

- এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস গ্রিডে অতিরিক্ত গ্যাস যুক্ত হওয়ার কারণে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি পুরাতন কারখানায় উৎপাদন এবং রপ্তানিতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- এছাড়া ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতের H-Energy হতে আরএলএনজি আমদানির কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ্যাস আমদানির বর্ণিত কার্যক্রম যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হলে শিল্প, বাণিজ্যিক, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও সার খাতে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

০১-০৬-২০২৩ তারিখ দোহায় কাতার এনার্জির সদর দপ্তরে পেট্রোবাংলা এবং কাতার এনার্জির এলএনজি ট্রেডিং শাখার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি বিক্রয় ও ক্রয় চুক্তি (এসপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এর উপস্থিতিতে কাতার এনার্জির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুলাহ আহমেদ আল-হুসাইনি এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম

- গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। যেখানে ডিসেম্বর ২০০৮ সালে ২,১০২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ছিল, সেখানে বর্তমানে ৩,৬২৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে ১,৫২৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে;
- বর্তমান সরকারের সময়ে সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা);
- দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ২০১৮ সাল হতে আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের জন্য নতুন মোট ৩৮৮.০০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। জিটিসিএল-এর পরিচালনাধীন মহেশখালী-আনোয়ারা (৪২" ব্যাস, ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ) সমান্তরাল পাইপলাইনের ক্যাথোডিক প্রটেকশন (সিপি) সিস্টেম-এ ওয়েববেইজ অনলাইন মিটারিং ও কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য পাইপলাইনমূহের সিপি সিস্টেম ওয়েববেইজড অন-লাইন মনিটরিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে;

- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা জেলায় প্রাপ্ত গ্যাস সিএনজি আকারে এনে ঢাকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

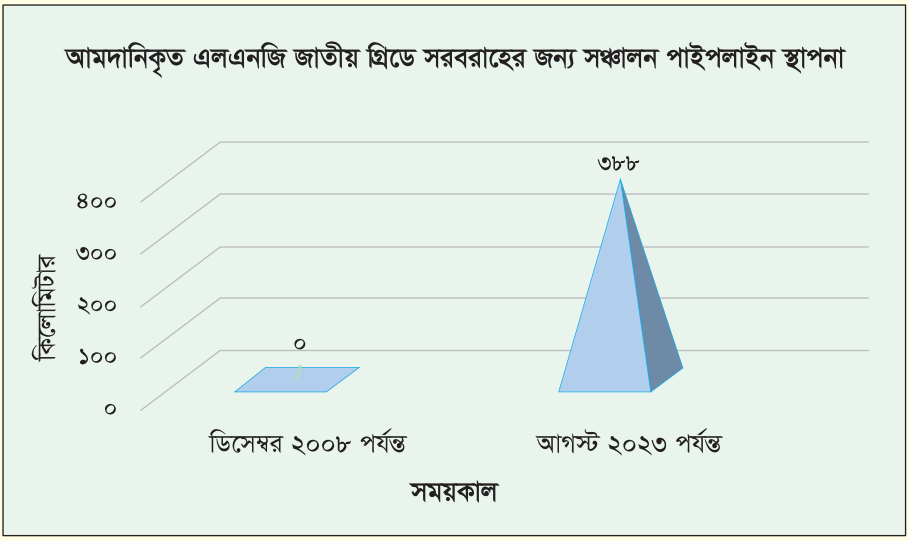

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রণয়ন করেন। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং ০৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা গভীর ও অগভীর সমুদ্রের ২৬টি ব্লক থেকে তেল ও গ্যাস আহরণের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ ঘোষণা করা হয়। এ বিড রাউন্ডের আওতায় SS-04 এবং SS-09 ব্লকের জন্য ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড (ওভিএল), অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ওআইএল) ও বাপেক্স কনসোর্টিয়ামের সাথে দুটি অগভীর সমুদ্রের উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বর্তমানে বর্ণিত ব্লকসমূহে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;

- বাংলাদেশের অফশোর এলাকায় ২-ডি নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টি-ক্লায়েন্ট সাইসমিক জরিপ পরিচালনার জন্য TGS-Schumberger JV এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই জরিপের উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিসমূহকে (আইওসি) অফশোর অঞ্চলের ২ ডি নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টি-ক্লায়েন্ট সাইসমিক ডাটা সরবরাহ করা এবং বিড রাউন্ডে তাদের অংশগ্রহণে সহায়তা করা। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় ২৪টি ব্লকে পর্যায়ক্রমে ২ ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে। TGS-Schumberger JV ইতোমধ্যে প্রথম ধাপে ১২,৯৩২ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সাইসমিক ডাটা আহরণ করেছে। বর্তমানে ডাটা প্রসেসিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- ২০২০ সালে বাংলাদেশের অফশোর এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিড রাউন্ড ঘোষণা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯-কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগোপযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে একটি স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থাকে নিয়োজিত করে Offshore Model PSC 2019 এর আর্থিক ও অন্যান্য শর্তাবলী আরও আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী 'Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract 2023' সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। দেশের অফশোর এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বানের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস খাতের আধুনিকায়ন

- জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter/Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আবাসিক খাতে প্রায় ৪৩ লক্ষ গ্রাহকের জন্য মোট গ্যাসের ১১% সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নসহ জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪.৫০ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সকল গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল শিল্প গ্রাহকদের EVC মিটারের আওতায় আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- গ্যাস উৎপাদন, গ্রহণ/সঞ্চালন ও বিতরণসহ গ্যাস মিটারিং সিস্টেমের অটোমেশন গ্যাস সিস্টেম নেটওয়ার্কের ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক মাস্টার প্ল্যান (GPNMP) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন হলে ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নসহ সহ গ্যাস সরবরাহের মান উন্নয়ন হবে;
- তেল-গ্যাস খাতের স্থাপনা/নেটওয়ার্ক/পাইপলাইন থেকে কার্বন নির্গমণ হ্রাসের লক্ষ্যে পুরাতন গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে SCADA/GIS ভিত্তিক আধুনিক গ্যাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; এছাড়া, গ্রিন হাউজ গ্যাস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক ও এডিপি'র অর্থায়নে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- দেশের গ্যাস সেক্টরকে আরো আধুনিকভাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানির জন্য একটি সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

এক নজরে বিগত ১৫ বছরে গ্যাস খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের তুলনামূলক বিবরণী

কার্যক্রম	ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত	আগষ্ট ২০২৩ পর্যন্ত	জানুয়ারী ২০০৯ হতে আগষ্ট ২০২৩ পর্যন্ত প্রধান অর্জন
গ্যাসক্ষেত্র	২৩টি	২৯টি	৬টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা) কূপ খনন রিগ
কূপ খনন রিগ	-	নতুন ৪টি ক্রয়, পুনর্বাসন ১টি	৫টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২০,০১৭ লাইন কিলোমিটার	৩২,৩৫১ লাইন কিলোমিটার	১২,৩৩৪ লাইন কিলোমিটার
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	১,৩০১ বর্গ কিলোমিটার	৫,৯৭১ বর্গ কিলোমিটার	৪,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার
গ্যাস সরবরাহ (এলএনজিসহ)	১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	৩০০০ + মিলিয়ন ঘনফুট	১২৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিলোমিটার	১৯,৮৬৮ লাইন কিলোমিটার	১৯,৩১১ লাইন কিলোমিটার
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	১০২ কিলোমিটার	৩,৬২৫ কিলোমিটার	১,৫২৩ কিলোমিটার
এলএনজি আমদানি সক্ষমতা	-	দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট	দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট
আবাসিকে প্রিপেইড মিটার স্থাপন	-	৪,৩৪,০০০টি	৪,৩৪,০০০টি
কম্প্রেসর স্থাপন	-	১৬টি ওয়েলহেড ও ৩টি পাইপলাইন	১৯টি
বঙ্গোপসাগরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২ ডি মাল্টি ক্লায়েন্ট সাইসমিক জরিপ পরিচালনা	-	১২,৯৩২ লাইন কিলোমিটার	১২,৯৩২ লাইন কিলোমিটার

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার

বর্তমানে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি এবং বাণিজ্যিক ও চা এই ০৭টি শ্রেণিতে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

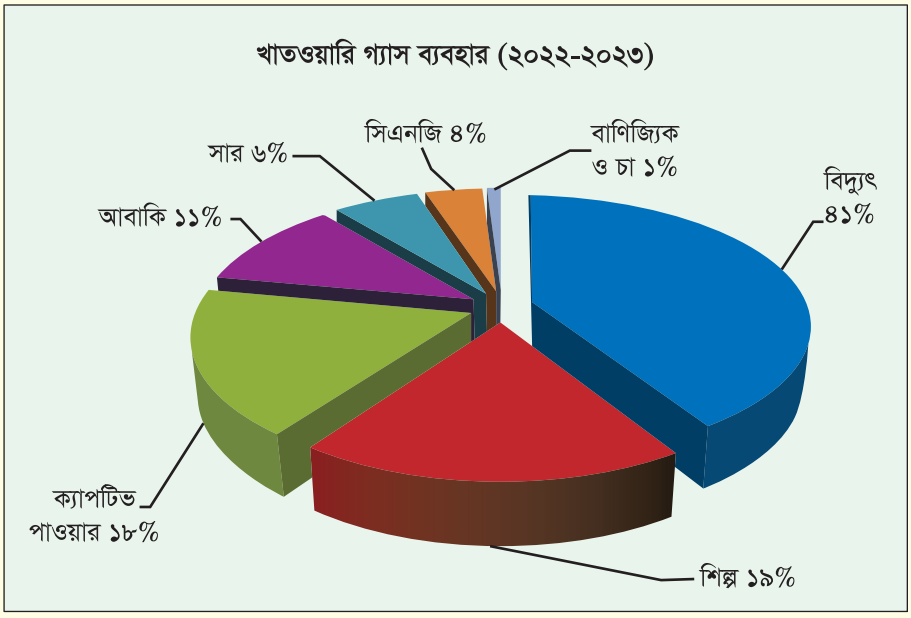

চিত্র: খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (জুন ২০২৩)

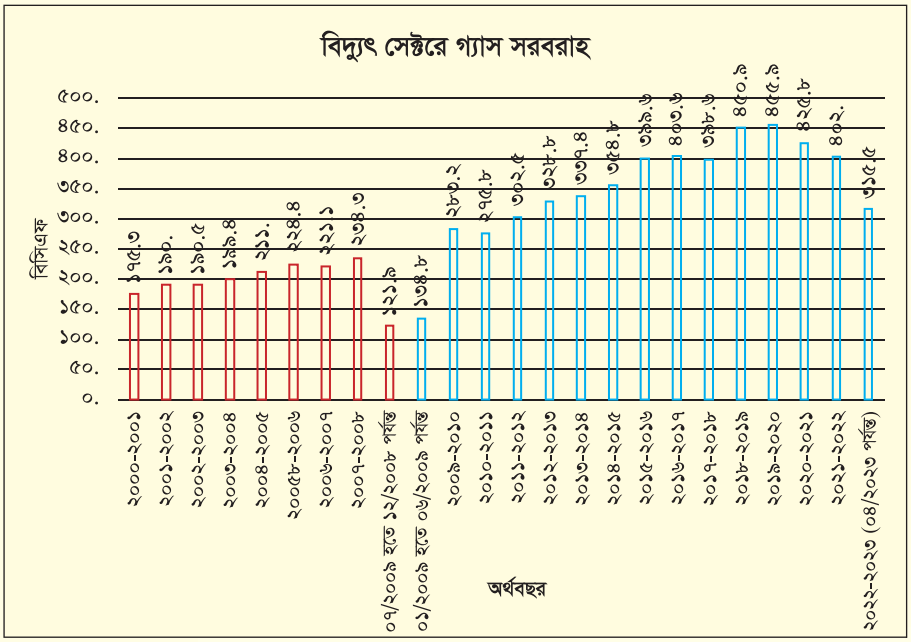

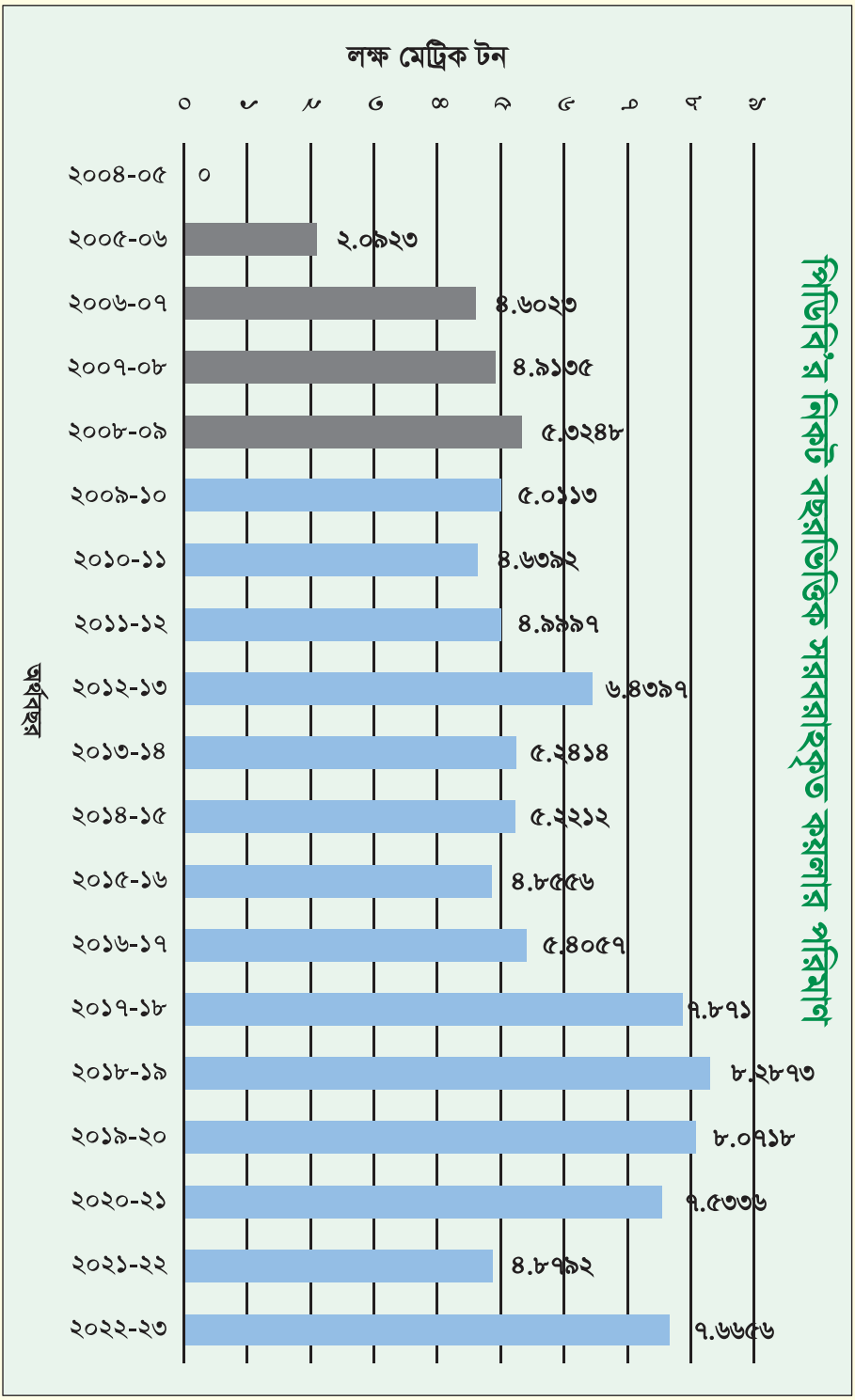
লক্ষ মেট্রিক টন
০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
২০০৪-০৫ ০
২০০৫-০৬ ২.০৯২৩
২০০৬-০৭ ৪.৬০২৩
২০০৭-০৮ ৪.৯১৩৫
২০০৮-০৯ ৫.৩২৪৮
২০০৯-১০ ৫.০১১৩
২০১০-১১ ৪.৬৩৯২
২০১১-১২ ৪.৯৯৯৭
২০১২-১৩ ৬.৪৩৯৭
২০১৩-১৪ ৫.২৪১৪
২০১৪-১৫ ৫.২২১২
২০১৫-১৬ ৪.৮৫৫৬
২০১৬-১৭ ৫.৪০৫৭
২০১৭-১৮ ৭.৮৭১
২০১৮-১৯ ৮.২৮৭৩
২০১৯-২০ ৮.০৭১৮
২০২০-২১ ৭.৫৩৩৬
২০২১-২২ ৪.৮৭৯২
২০২২-২৩ ৭.৬৬৫৬
অর্থবছর
পিডিবি'র নিকট বছরভিত্তিক সরবরাহকৃত কয়লার পরিমাণ

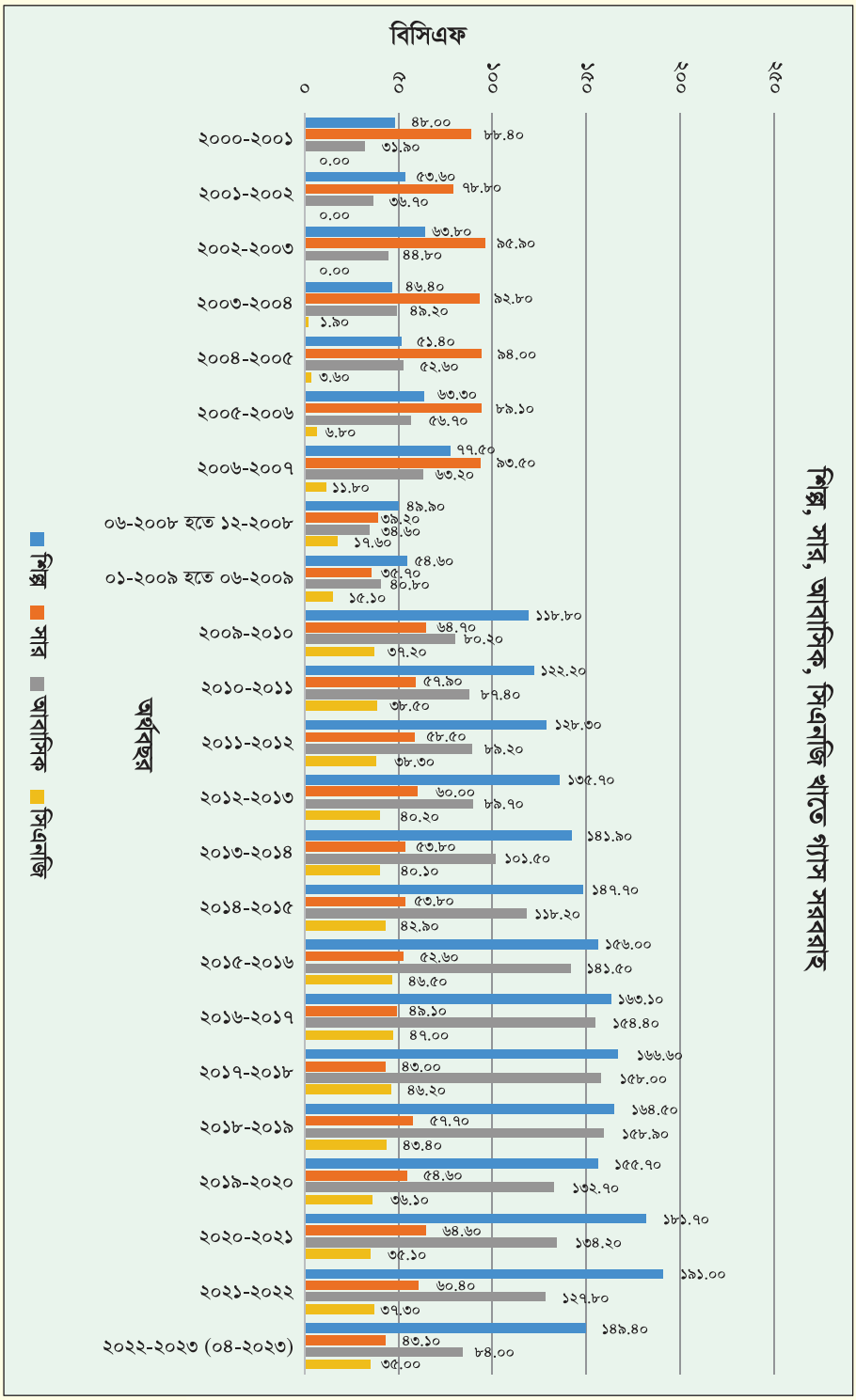
বিসিএফ
শিল্প, সার, আবাসিক, সিএনজি খাতে গ্যাস সরবরাহ
অর্থবছর
শিল্প
সার
আবাসিক
সিএনজি
০
৫০
১০০
১৫০
২০০
২৫০
২০০০-২০০১
৪৮.০০
৮৮.৪০
৩১.৯০
০.০০
২০০১-২০০২
৫৩.৬০
৭৮.৮০
৩৬.৭০
০.০০
২০০২-২০০৩
৬৩.৮০
৯৫.৯০
৪৪.৮০
০.০০
২০০৩-২০০৪
৪৬.৪০
৯২.৮০
৪৯.২০
১.৯০
২০০৪-২০০৫
৫১.৪০
৯৪.০০
৫২.৬০
৩.৬০
২০০৫-২০০৬
৬৩.৩০
৮৯.১০
৫৬.৭০
৬.৮০
২০০৬-২০০৭
৭৭.৫০
৯৩.৫০
৬৩.২০
১১.৮০
০৬-২০০৮ হতে ১২-২০০৮
৪৯.৯০
৩৯.২০
৩৪.৬০
১৭.৬০
০১-২০০৯ হতে ০৬-২০০৯
৫৪.৬০
৩৫.৭০
৪০.৮০
১৫.১০
২০০৯-২০১০
১১৮.৮০
৬৪.৭০
৮০.২০
৩৭.২০
২০১০-২০১১
১২২.২০
৫৭.৯০
৮৭.৪০
৩৮.৫০
২০১১-২০১২
১২৮.৩০
৫৮.৫০
৮৯.২০
৩৮.৩০
২০১২-২০১৩
১৩৫.৭০
৬০.০০
৮৯.৭০
৪০.২০
২০১৩-২০১৪
১৪১.৯০
৫৩.৮০
১০১.৫০
৪০.১০
২০১৪-২০১৫
১৪৭.৭০
৫৩.৮০
১১৮.২০
৪২.৯০
২০১৫-২০১৬
১৫৬.০০
৫২.৬০
১৪১.৫০
৪৬.৫০
২০১৬-২০১৭
১৬৩.১০
৪৯.১০
১৫৪.৪০
৪৭.০০
২০১৭-২০১৮
১৬৬.৬০
৪৩.০০
১৫৮.০০
৪৬.২০
২০১৮-২০১৯
১৬৪.৫০
৫৭.৭০
১৫৮.৯০
৪৩.৪০
২০১৯-২০২০
১৫৫.৭০
৫৪.৬০
১৩২.৭০
৩৬.১০
২০২০-২০২১
১৮১.৭০
৬৪.৬০
১৩৪.২০
৩৫.১০
২০২১-২০২২
১৯১.০০
৬০.৪০
১২৭.৮০
৩৭.৩০
২০২২-২০২৩ (০৪-২০২৩)
১৪৯.৪০
৪৩.১০
৮৪.০০
৩৫.০০

৩. পেট্রোলিয়াম খাতের উন্নয়ন পরিক্রমা

বর্তমানে যান্ত্রিক বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অন্যতম জীবশ্ম জ্বালানি হিসেবে জ্বালানি তেলের ভূমিকা অপরিহায। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বেড়েছে মাথাপিছু আয় এবং তারই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্বালানি তেলের চাহিদা। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে এ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে জ্বালানি তেল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিপিসি প্রান্তে জ্বালানি তেলের মোট চাহিদা ছিল ৩৩,২৬,৬৫৫ মেট্রিক টন। প্রতিবছর চাহিদায় প্রায় ৫% বৃদ্ধি/প্রবৃদ্ধিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিসি প্রান্তে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৭৩,৪৬,০৯৫ মেট্রিক টন। এ ধারাবাহিকতায় ২০৩০-৩১ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের চাহিদার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯২,৮৯,৮৫০ মেট্রিক টন। বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৭৬ সালে দেশে জ্বালানি/পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন। ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিসি প্রান্তের চাহিদা নিরুপণ করা হয়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

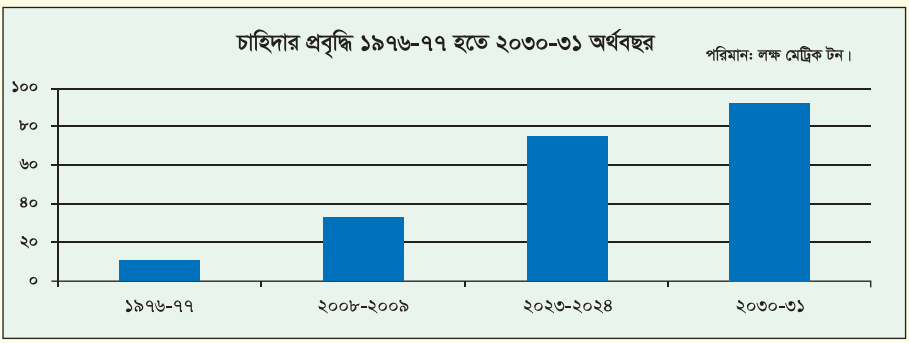

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তায় দেশব্যাপী সেচ নির্ভর কৃষির মূল চালিকা শক্তি জ্বালানি তেল। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশে ব্যবহৃত মোট জ্বালানি তেলের প্রায় ৬৭.১৯% ডিজেল, যার ২২.৮০% সেচ যন্ত্রসহ অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত মেশিনারী পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের খাতওয়ারী ব্যবহার

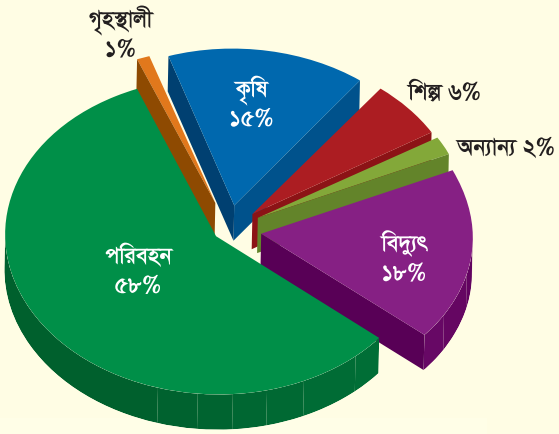

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভাগ ভিত্তিক বিক্রয়

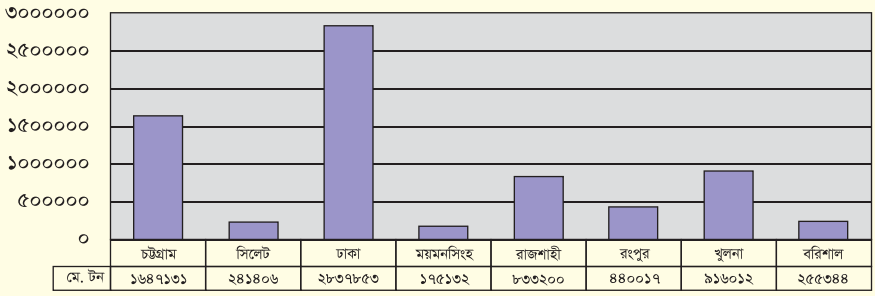

	চট্টগ্রাম	সিলেট	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
মে. টন	১৬৪৭১৩১	২৪১৪০৬	২৮৩৭৮৫৩	১৭৫১৩২	৮৩৩২০০	৪৪০০১৭	৯১৬০১২	২৫৫৩৪৪

২০২২-২৩ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যবহার

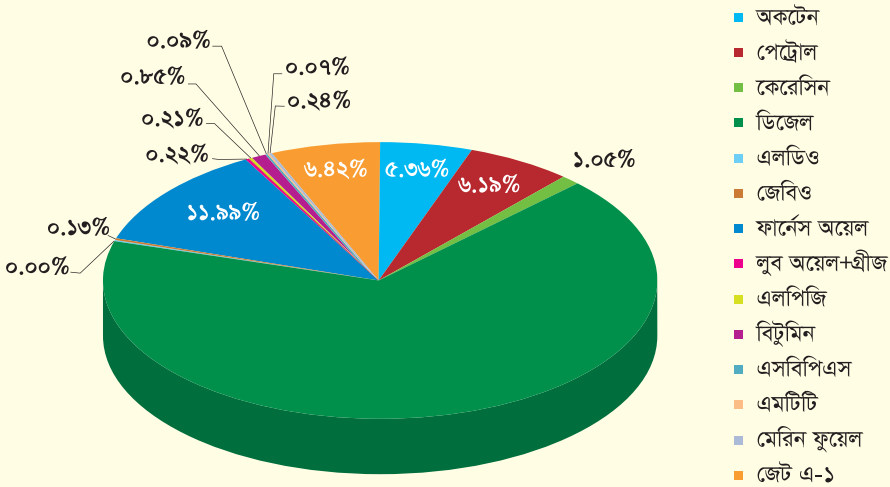

জাতির পিতা কর্তৃক জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রপার্টি আদেশ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) এর মাধ্যমে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি লিঃ, এ্যাসো ইস্টার্ণ ইনকর্পোরেশন, দাউদ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, বার্মা ইস্টার্ণ লিঃ ইত্যাদি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি তেল খাতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল অন্যতম। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ই মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তদানীন্তন দাউদ পেট্রোলিয়াম লিমিটেডকে (১৯৬৮) অধিগ্রহণ করে তিনি পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বর্তমান নাম- পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড) গঠন করেন এবং ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন এ্যাসো ইস্টার্ন ইনকর্পোরেশন (১৯৬২) কে অধিগ্রহণ করে মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি (বর্তমান নাম-মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড) গঠন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-কে এর অধিভুক্ত করেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক পেট্রোলিয়াম খাতে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

ক্রম	সংশ্লিষ্ট নীতি/ পরিকল্পনা/ নির্দেশনা/ প্রকল্পের নাম	উক্ত নীতি/পরিকল্পনা/ প্রকল্পে বিপিসি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম
১.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১.১। ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন	• বঙ্গোপসাগরে একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন স্থাপন, মহেশখালীতে স্টোরেজ ট্যাংক এবং পাম্প স্টেশন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। • মুরিং থেকে ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল এবং ক্রুড অয়েল মহেশখালীতে Storage Tank-এ গ্রহণপূর্বক পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে Eastern Refinery Ltd. -এ প্রেরণ করা হবে।
		১.২। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন	• ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (IBFPL) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫৭ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • ইতোমধ্যে গত ১৮-০৩-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় প্রকল্পের পাইপলাইন উদ্বোধন করেছেন। • IBFPL প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশ অংশে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১৮৭.৩৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১২৬.১৪ একর ভূমি হুকুম দখল সম্পন্ন হয়েছে ।
		১.৩ ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	
		১.৩.১। ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২, চট্টগ্রাম।	• পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আধুনিক রিফাইনারি কমপ্লেক্স ডিজাইন সম্পাদন করা হয়েছে। • ৫টি লাইসেন্সর প্রতিষ্ঠানের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।
		১.৩.২। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	• ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক রিফাইনারি কমপেক্স নির্মাণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত ডিজাইন PMC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
		১.৩.৩। ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	• ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রম	সংশ্লিষ্ট নীতি/ পরিকল্পনা/নির্দেশনা/ প্রকল্পের নাম	উক্ত নীতি/পরিকল্পনা/ প্রকল্পে বিপিসি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম
১.	৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা (চলমান)	১.৪। ডিজাইন,সাপ্লাই,ইনস্টলেশন, টেষ্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম।	• ভুমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, রাস্তা ও পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ। • আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্পন্ন । • অয়েল সেক্টর ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপন।
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	২.১। চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইন নির্মাণ।	• ২০১.৯২ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। • ১০টি নদীক্রসিং এর এইচডিডি সম্পন্ন হয়েছে।
		২.২। কাঞ্চনব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশোন ডিপো (জেট এ ১) পাইপলাইন নির্মাণ।	• ১৪.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।
		২.৩। কুয়েত কর্তৃক পেট্রোক্যামিকেল কমপেক্স স্থাপনের জন্য মহেশখালি এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষণ।	• ১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-৭ "সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করার" লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

৩. জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা।

৪. ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠমো, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অবকাঠমো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

৫. ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠমোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

সরকার ও বিপিসি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে আঞ্চলিক জ্বালানি সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের বর্ধিত চাহিদা পূরণ এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় হ্রাস ও উৎস বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে পাইপলাইন ও মজুদাগার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের জ্বালানি সম্পর্কিত নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে:

- মহেশখালী ও মাতারবাড়ী অঞ্চলে একটি এবং পায়রাতে একটি এনার্জি হাব গড়ে তোলা হচ্ছে।
- জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ২৪৯.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, গভীর সমুদ্র থেকে চট্টগ্রামে তেল আনার লক্ষ্যে পাইপলাইনসহ ইতঃপূর্বে গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ইস্টার্ণ রিফাইনারির (ইআরএল) জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে রিফাইনারি স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনায় সরকারের কর্মপরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	বিষয়	স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২৫-৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০৩১-৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	মন্তব্য
১.	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১১টি	২৫টি	৮টি	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন
২.	রিফাইনারি স্থাপন	ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন	কক্সবাজারের মহেশখালী পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি স্থাপন	পটুয়াখালীর পায়রাতে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি স্থাপন	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন
৩.	অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ বৃদ্ধি	২০২৪ সালের মধ্যে বার্ষিক ৪.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ১৪.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২০৪১ সালের মধ্যে বার্ষিক ২২.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন
৪.	মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৫,০০,০০০ মেট্রিক টন	১২,৯৬,০০০ মেট্রিক টন	৯,০০,০০০ মেট্রিক টন	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন
৫.	পাইপলাইন স্থাপন	৬২০ কিলোমিটার	৪০৬.০০ কিলোমিটার	১০০.০০ কিলোমিটার	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন
৬.	সরকারি পর্যায়ে এলপিজি উৎপাদন, আমদানি বটলিং ও বাজারজাতকরন	২০২৪ সালের মধ্যে বার্ষিক ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (বিপিসি ও এলপিজিএল) লতিফপুর, চট্টগ্রামে।	কক্সবাজার মাতারবাড়ীতে এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ বার্ষিক ১০ লক্ষ মে. টন		টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন
৭.	এলপি গ্যাস লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	চট্টগ্রাম প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০,০০০ হাজার (এলপিজিএল) মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ			টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন

ক্রমিক	বিষয়	স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২৫-৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০৩১-৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য)	মন্তব্য
৮.	বিপিসি'র অফিস ভবন নির্মাণ		অফিস ভবন নির্মাণ		বিপিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি
৯.	বিপিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ		আবাসিক ভবন নির্মাণ		বিপিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি
১০.	ইআরএল এর ল্যাবরেটরী ISO স্ট্যান্ডার্ডকরণ	ইআরএল এর ল্যাবরেটরী ISO স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণ			বিপিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি
১১.	তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের অপারেশন কার্যক্রম অটোমেশন এর আওতায় আনয়ন।	তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় অপারেশন কার্যক্রম অটোমেশন এর আওতায় পরিচালনা।	তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল ডিপো'তে অটোমেশন চালুকরণ।		টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নং-(৭) অর্জন

গত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩) জ্বালানি তেল আমদানি, মজুদ, পরিশোধন ও সরবরাহ চিত্র

ক্রমিক	কার্যক্রম	১৯৯৬-২০০১ সাল	২০০২-২০০৮ সাল	২০০৮-২০২৩ সাল
০১	জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি	সর্বমোট ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা উন্নীতকরণ। ১৯৯৬-০১ সময়কালে মোট প্রায় ১,৬৩,৩০০ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।	সর্বমোট প্রায় ৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ। ২০০২-০৮ সময়কালে মোট প্রায় ২৬,৮০০ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।	৪,৬৬,২০০ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি। সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ। বাস্তবায়নাধীনঃ I. এসপিএমসহ (SPM) প্রজেক্ট- ২,০৩,৫০০ মেট্রিক টন (৬টি ট্যাংক) II. চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন (CDPL) প্রজেক্ট - ২১,০০০ মেট্রিক টন (১২টি ট্যাংক) III. আইবিএফপিএল (IBFPL) প্রজেক্ট- ২৮,০০০ মেট্রিক টন (৬টি ট্যাংক) IV. জেট এ-১ প্রজেক্ট - ৯,০০০ মেট্রিক টন (৩টি ট্যাংক) মোট বাস্তবায়নাধীন- ২,৬২,৩০০ মেট্রিক টন
০২	মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির শতকরা হার (বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যতীত)	২৩%	৩%	৫২%
০৩	জ্বালানি তেল আমদানি	পরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ১,১১,৬৭,৪১৬ মেট্রিক টন অপরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ৭০,৫৩,১২৫ মেট্রিক টন (১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত)	পরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ১,৬৪,৮৩,৪১৭ মেট্রিক টন অপরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ৮৩,৭৫,৭৪৮ মেট্রিক টন (২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত)	পরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ৬,১৫,৯১,৯৮৫ মেট্রিক টন অপরিশোধিত মোট তেল আমদানি: ১,৮৩,৫৫,৪১২ মেট্রিক টন (২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত)
০৪	জ্বালানি তেল আমদানিতে আর্থিক সংশ্লেষ	পরিশোধিত জ্বালানি তেল: ১০,৬৭৩.৩৪ কোটি টাকা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল: ৫,৪১১.৯২ কোটি টাকা (১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত)	পরিশোধিত জ্বালানি তেল: ৫১,৪৩৬.৩৮ কোটি টাকা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল: ২০,০৬৪.৯৬ কোটি টাকা (২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত)	পরিশোধিত জ্বালানি তেল: ৩,৫৫,১৮৫.০৫ কোটি টাকা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল: ৮৭,০৫৫.৩৪ কোটি টাকা (২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত)

ক্রমিক	কার্যক্রম	১৯৯৬-২০০১ সাল	২০০২-২০০৮ সাল	২০০৮-২০২৩ সাল
০৫	ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড হতে পরিশোধিত পণ্যের মোট প্রাপ্তি	৭২,৫৮,৫৫৯ মেট্রিক টন (সকল পণ্য) (১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত)	৯৮,৩৪,৪১৯ মেট্রিক টন (সকল পণ্য) (২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত)	১,৮২,১৫,৩৫৪ মেট্রিক টন (সকল পণ্য) (২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত)
০৬	ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেডে বার্ষিক উৎপাদন	কখনও শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	কখনও শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	২০২০ সালে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
০৭	সরকারি/বেসকারি স্থানীয় প্ল্যান্ট হতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল	-	-	২৬,০৬,০৪১ মেট্রিক টন
০৮	জ্বালানি তেলের মান উন্নয়ন	ডিজেলে সালফারের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা ১০,০০০ পিপিএম (১.০% সালফার) থেকে হ্রাস করে ২৫০০ হাজার পিপিএম (০.২৫% সালফার) করা হয়। উচ্চ সালফার মানমাত্রা জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।	দেশে ২৫০০ হাজার পিপিএম (০.২৫% সালফার) মানমাত্রার ডিজেল আমদানি করা হতো। পেট্রোলের অকটেন নম্বর ছিলো ৮০।	বর্তমান সরকারের বলিষ্ট পদক্ষেপে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভারসাম্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে ০.০০৫% সালফার অর্থাৎ ৫০ পিপিএম মানমাত্রার ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে। পেট্রোলের মানোন্নয়ন করে অকটেন নম্বর ৮৯ করা হয়।
০৯	অকটেন, পেট্রোল আমদানি	শতভাগ আমদানি করা হয়েছে।	শতভাগ আমদানি করা হয়েছে।	পেট্রোলের চাহিদা সিংহভাগ স্থানীয় উৎস হতে পূরণ করা হয়। অকটেনের চাহিদার ক্ষেত্রে বৃহদাংশ স্থানীয় উৎস হতে পূরণ করা হয়।
১০	বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহ	মোট জ্বালানি তেলের মাত্র ৩-৪%	মোট জ্বালানি তেলের মাত্র ৩-৪%	মোট জ্বালানি তেলের প্রায় ১৫%
১১	নতুন ডিপো স্থাপন	-	-	মোংলা অয়েল ইন্সটেলশন।
১২	জ্বালানি তেল পরিবহণ বহরে অয়েল ট্যাংকার	৯০টি	১০০টি	১৭৯টি
১৩	গৃহস্থালি জ্বালানির চাহিদা পূরণ (এলপিজি)	মোট চাহিদা ছিল প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন	মোট চাহিদা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন	মোট চাহিদা প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত
১৪	এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন	-	বেসরকারি ৬টি এলপিজি প্ল্যান্ট বিদেশ থেকে এলপিজি আমদানির মাধ্যমে বটলিংপূর্বক বিপণনে যুক্ত ছিল।	বর্তমান ২২টি এলপিজি প্ল্যান্টে বিদেশ থেকে এলপিজি আমদানির মাধ্যমে বটলিংপূর্বক দেশের এলপিজি'র শতভাগ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	১৯৯৬-২০০১ সাল	২০০২-২০০৮ সাল	২০০৮-২০২৩ সাল
১৫	স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি প্ল্যান্ট স্থাপন	-	-	১৭টি প্ল্যান্ট অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে ৫টি উৎপাদনে যুক্ত আছে।
১৬	লুব ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট	৪টি	৪টি	২২টি
১৭	রি-রিফাইনিং প্ল্যান্ট	২টি	৪টি	৬টি
১৮	ট্যাক্স, ভ্যাট, ডিউটি এবং এআইটি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা	১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৩,৪৮৬.০০ কোটি টাকা	২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৯,৭২৫.৬৪ কোটি টাকা	২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১,০৭,৯৮৭.৬৮ কোটি টাকা
১৯	লভ্যাংশ বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা	১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রদানকৃত ১৭০.০০ কোটি টাকা	-	২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রদানকৃত ৪,০৫০.০০ কোটি টাকা
২০	বিপিসি'র উদ্বৃত্ত অর্থ হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা	-	-	১১,৫০০.০০ (কোটি টাকা)
২১	জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন বাস্তবায়নাধীন	-	-	চট্টগ্রাম টু ঢাকা পাইপ-লাইন এসপিএম আইবিএফপিএল জেট ফুয়েল পিতলগঞ্জ টু কেইডি সর্বমোট - ৬২৪ কি.মি.
২২	এভিয়েশন রিফুয়েলার	০৪টি	০২টি	১০টি
২৩	সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)	-	-	০১টি
২৪	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	০৭টি	০৪টি	১৭টি (চলমান প্রকল্পের সংখ্যা-১২)
২৫	নীতিমালা প্রণয়ন	গ্যাস সিলিন্ডার নীতিমালা-২০০১	-	১. ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইনিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা-২০১৯ ২. নতুন ফিলিং স্টেশন নীতিমালা (সংশোধন /সংযোজন/বিয়োজন/প্রতিস্থাপন), ২০১৮ ৩. বিটুমিন বিপণন/সরবরাহ নীতিমালা, ২০১২ ৪. ফার্নেস অয়েল বিপণন/সরবরাহ নীতিমালা, ২০১২ ৫. জেবিও বিপণন/সরবরাহ নীতিমালা, ২০১২ ৬. কনডেনসেট নীতিমালা, ২০১৩ ৭. বাঙ্কার নীতিমালা, ২০১৪ ৮. এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৬ ৯. এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০১৭ ১০. লুব বেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৮

২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম খাতের প্রকল্পভিত্তিক প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ

সারাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যে **জানুয়ারি ২০০৯ থেকে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত** ১৫ বছরে সরকার ১৭টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে, ১২টি প্রকল্প (১টি এডিপিভুক্ত ও ১১টি বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা; হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেটে ব্যবহারকারী উড়োজাহাজে আধুনিক ও নিরাপদে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে হাইড্রেন্ট সিস্টেম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সহজ ও নিখুঁতভাবে ট্যাংকে রক্ষিত জ্বালানি তেল পরিমাপের জন্য ইআরএল এবং তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের প্রধান স্থাপনায় অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি); ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড, তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা, সিরাজগঞ্জে অবস্থিত বাঘাবাড়ী ডিপো; গোদনাইল/ফতুলা, নারায়ণগঞ্জের গোদানাইল ডিপো প্রকল্প এবং "কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে সর্বমোট ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।
- আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে নতুন ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন প্রসেসিং ক্ষমতার "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সারাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বিগত ১০ বছরে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার মেট্রিক টন বৃদ্ধি করে জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

- আমদানিতব্য পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল জাহাজ হতে খালাসের জন্য বঙ্গোপসাগরে "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাহাজ হতে ১ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে মাত্র ২ দিনে এবং আমদানীতব্য ৭০-৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ৩৬ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে।
- চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্বল্প সময়ে প্রতিকুল পরিবেশেও জ্বালানি তেল চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন লসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ)

টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্বল্পসময়ে যানযটমুক্ত প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যেও উড়োজাহাজে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

- ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship Pipeline (IBFPL)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১৩১.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল গ্রহণ কার্যক্রম গত ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।
- রিফাইনারি হতে পরিশোধিত তেল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ভুল পরিমাপ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে "ডিজাইন, টেস্টিং ইন্সস্টলেশন এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" প্রকল্প চলমান রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা এবং নিখুঁত ও স্বয়ংক্রিয় জ্বালানি বিপণন কোম্পানিতে তেল সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়ন বিবেচনাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

- দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্যাপাসিটির "ইআরএল ইউনিট-২" নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- তেল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোতে জ্বালানি তেল গ্রহণ, পরিমাপ, সরবরাহ, বিতরণসহ সার্বিক কার্যাদি অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধান স্থাপনায় ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ এবং পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ টার্মিনাল নির্মিত হলে ভোক্তা পর্যায়ে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
- সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুরে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এলপিজি বোতলজাতকরণ স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষ অর্জনসমূহ:

(ক) বার্ষিক ক্রুড পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে. টন) অর্জন ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে সম্মাননা স্মারক প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বার্ষিক পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে. টন) অর্জন করে।

(খ) এলপিজি উৎপাদন ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের এলপিজি উৎপাদন সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় প্রায় ৪০% বৃদ্ধি করে দেশের জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

মাইলফলক অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ'সম্মাননা স্মারক' ও'সম্মাননা সনদ' গ্রহণ।

(গ) দেশের চাহিদার শতভাগ পেট্রোল/এমএস সরবরাহ

বিএসটিআই কর্তৃক পেট্রোল এর RON (Research Octane Number) বৃদ্ধি (৮০ হতে ৮৯), বেসরকারী কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়া এবং কেরোসিন এর মূল্য বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে দেশে পেট্রোল এর চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিসমূহে পেট্রোল সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশে পেট্রোলের চাহিদা মাসিক ৪০ হাজার টনের অধিক। কিন্তু ইআরএল এর উৎপাদন সক্ষমতা ছিল মাত্র মাসে ২০-২২ হাজার মে.টন। উদ্ভূত সমস্যা সমাধাণের লক্ষ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সালে এমএস পুলে একটি নতুন পাম্প সংযোজন ও কিছু মডিফিকেশন করে বর্তমানে মাসে ৪০-৪৫ হাজার মে.টন এমএস/পেট্রোল বিপণন কোম্পানিতে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ

০১) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন

ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারি পূরণ করে থাকে এবং বাকি ৮০ ভাগ জ্বালানি তেল ফিনিসড প্রোডাক্ট হিসেবে আমদানি করা হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত

করতে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল এর দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে এবং দেশের জ্বালানি খাতে চাহিদা ও যোগানের বহুল প্রতীক্ষিত ভারসাম্য অর্জিত হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব গ্যাসোলিন, ডিজেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যও উৎপাদন সম্ভব হবে।

বিপিসি কর্তৃক বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থাপিতব্য নতুন ইআরএল ইউনিট-২ এ নিম্নোক্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে:

- পরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ফিনিসড প্রোডাক্ট) উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে উত্তরোত্তর শিল্প উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা।
- অধিকতর পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তেল উৎপাদন করা।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড) দ্বারা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের চাহিদাপূরণ করা।
- সাশ্রয়ী উপায়ে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে অধিক মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১" এর আওতায় ১২/০৬/২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইউরো-৫ মানের গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বর্তমান রিফাইনারিতে উৎপাদিত গ্যাসোলিন ও ডিজেল নতুন রিফাইনারিতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইউরো-৫ মানে উন্নীত করা হবে।

"ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) প্রদান করার জন্য ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (EIL) কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আর্থিক সংশ্লেষ

প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩,৭৩,৬১০.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬,৬৩,৫২৬.৭৯ লক্ষ টাকা ও বিপিসি ৭১০,০৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা)।

বাস্তবায়ন মেয়াদকাল: জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮।

ইআরএল ইউনিট-২ এর সহায়ক প্রকল্পসমূহ

(i) "প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"

(ii) "ফিড সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"

০২) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড এ উৎপাদিত জ্বালানি তেল বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানিতে সরবরাহ, রপ্তানি এবং আমদানিতব্য জ্বালানি তেল ও গ্যাস কনডেনসেট ইআরএল এ গ্রহণ ও সঠিকভাবে পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে "ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারভাইজার কন্ট্রোল এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চিত্র: অটোমেশনের লক্ষ্যে স্থাপিত কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার

০৩) অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (এটিজি)

সম্প্রতি ইআরএল-এ ৩৭টি ট্যাংকে স্বয়ংক্রিয় ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (Automatic Tank Gauging System) স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি তথ্য, অন্যান্য রিয়েল-টাইম ডেটা যেমন তাপমাত্রা, জলের স্তর, ভলিউম, পণ্য চলাচলের তথ্য ইত্যাদি ট্যাংক ফার্ম কন্ট্রোল রুমে (ট্যাংক ফার্ম মনিটরিং কম্পিউটার) স্থানীয়ভাবে এবং দূরবর্তী স্থান অর্থাৎ ইআরএল এর প্রসেস কন্ট্রোল রুম থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম ম্যানুয়াল ট্যাংক গেজিংয়ে মনুষ্য ত্রুটি কমাতে এবং ক্রুড ও ফিনিসড পণ্যগুলির নিরাপদ পরিচালন ও অপারেশনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

০৪) এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি)

ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড-এ অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে ইআরপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে মেডিক্যাল, ইনভেন্টরি, পে-রোল, এডমিন, প্রকিউরমেন্ট, একাউন্টস এবং এইচআরসহ দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনসহ যাবতীয় এডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের অটোমেশান, রিপোর্টিং

এবং এনালাইসিস করা সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাইম এটেন্ডেন্স অটোমেশনের অংশ হিসেবে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করা হয়েছে যা ইআরপিতে সংযোজনের মাধ্যমে দৈনিক হাজিরা, ছুটি ইত্যাদি বিষয় অটোমেশান করা হয়েছে। এছাড়াও সেইফটি ও পাবলিক রিলেশান্স শাখার কার্যাদি ইআরপি সফটওয়ারে সংযোজনের কাজ চলমান।

০৫) ঢাকা-চট্টগ্রাম পাইপলাইন স্থাপন

চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুলা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭ কিলোমিটার, গোদনাইল হতে ফতুলা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ২৪৯.৫৭ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২২৫.১১১ কিলোমিটার পাইপলাইন লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মেঘনা নদী- ১ ও ২, মেঘনা শাখা নদী- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ব্রহ্মপুত্র নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, ফুলদী নদী ক্রসিং, ডিটি ১০.৫%, আরটি ও আইপিএস ৩১% এবং কুমিল্লা ডিপো ৪৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৬২%।

০৬) ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন

দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আরো দ্রুত, সুষ্ঠু ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩১.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। রিসিপ্ট টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে ০৬টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রিসিপ্ট টার্মিনালের অয়েল ট্যাংক ও ফায়ার ট্যাংক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭০%।

গত ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লী থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন শুভ উদ্বোধন করেন।

০৭) SPM with Double Pipeline পাইপলাইন স্থাপন

আমদানিতব্য পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানী তেল দ্রুত, সহজে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য বঙ্গোপসাগরে 'ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর জাহাজ হতে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানীতব্য ৭০-৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ৩৬ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। এর ফলে তেল পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২২০ কিলোমিটার পাইপলাইন, ২৪০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯৭%। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মে ২০১৭ তারিখে এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চিত্রঃ বঙ্গোপসাগরে নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত SPM বয়া

০৮) Jet A-1 পাইপলাইন স্থাপন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে 'জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন,২০২৪ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৪.৫০ কিলোমিটার লাইনপাইপ স্থাপন, ৬টি নেমলেস নদী/খাল ক্রসিং, ৮টি কেসড ক্রসিং, এইচডিডি পদ্ধতিতে বালু নদী এবং বোয়ালিয়া খাল ক্রসিং, রেলওয়ে ও ঢাকা ময়মনসিংহ রোড কেসড ক্রসিং প্রায় ১২০ মিটার এর কেসিং পাইপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও পিতলগঞ্জ ডিপোর ল্যান্ড ফিলিং ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৪৮%।

০৯) তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জ্বালানি তেলের নিরাপদ ব্যবহার ও সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্পের আওতায় জ্বালানি তেলের মজুদ বৃদ্ধির জন্য ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড, তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের চট্রগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা, কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি)-সহ বিভিন্ন ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্প এবং "কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন" প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে সর্বমোট ৩.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।

১০) পেট্রোলিয়াম খাতে অটোমেশন/আধুনিকায়ন

জ্বালানি তেল খাতের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে 'সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা' (Integrated Automation system) চালু করার লক্ষ্যে "Automation of Main Installations of Three Oil Marketing Companies at Patenga, Chittagong, Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মূল প্রকল্প হিসেবে প্রধান স্থাপনার জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য ৩৯টি ডিপো অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে Feasibility Study ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের জন্য RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১) এলপিজি সংক্রান্ত গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জন

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত RFP মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জ্বালানি তেল খাতের উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ/কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

- ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে জ্বালানি তেলের পরিবহন লস ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেয়ে পরিবহন, পরিচালন ও সরবরাহ ব্যবস্থা আরো আধুনিক, সহজতর, নির্বিঘ্ন ও সুদৃঢ় হবে যা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বিধায় ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার রক্ষায় সহায়তা করবে।

- চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন বাস্তবায়িত হলে দ্রুততম সময়ে কুমিল্লা ও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বালানি তেল পরিবহন করা সম্ভব হবে। ফলে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে হবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে।

- "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে- এর ফলে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য সহজে ও স্বল্প সময়ে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ১১ দিনে যে ১,০০,০০০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল খালাস করা হয় তা ৪৮ ঘণ্টায় সম্পন্ন করা যাবে। লাইটারেজ অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না বিধায় এ খাতে পরিবহন খরচ সাশ্রয় হবে ও অপচয় হ্রাস পাবে, ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। মহেশখালি দ্বীপে ক্রুড ও ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম অয়েল মজুদ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে জ্বালানি তেলের যোগানের নিরাপত্তা ও চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

- "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের মটর গ্যাসোলিন এবং ডিজেল-এর গুণগত মান (ইউরো-৫) উন্নত হবে। ফলে কম গুনগত মানসম্পন্ন গ্যাসোলিন থেকে পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং পেট্রোলিয়াম খাতে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রগামী হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের (Blue Economy) ক্ষেত্রে Forward Linkage হিসাবে কাজ করবে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে জ্বালানি তেল সরবরাহ

পরিমাণ মেঃ টনে

২০০১ থেকে ২০০৮							
অর্থবছর	কৃষি খাত	শিল্প খাত	বিদ্যুৎ খাত	যোগাযোগ খাত	গৃহস্থালী	অন্যান্য	মোট
২০০১-০২	৭৯৫৬৮০	১৩২৬১৩.৩	২৬৫২২৭	১৭৫৭১২৬	৩৪২৮০৫	২১৮৮১	৩৩১৫৩৩২
২০০২-২৩	৮১৫৮৭১	১৩৫৯৭৮	২৭১৯৫৭	১৮০১৭১৫	৩৫১৫০৪	২২৪৩৬	৩৩৯৯৪৬২
২০০৩-০৪	৬৫১০৭৩	১৪৬৬৬৯	৩০০৪২৭	১৮১৪৬৮২	৬৯৯৬৬৬	৪৪৬৬০	৩৬৫৭১৭৬
২০০৪-০৫	৭৪৪২৬০	১৩৯১৬১	৩৩৬৮৩৪	১৯৬৮১৩৮	৫৪৪৫৭৭	৩৪৭৬০	৩৭৬৭৭৩০
২০০৫-০৬	৭৯২৬০৬	৯৯৩৯৯	৩২৫১০১	২০৩১১০১	৫০১৫৬১	৩২০১৫	৩৭৮১৭৮২
২০০৬-০৭	৭২২৮২৯	১৪৫৩৩৪	২৫৩৭২৯	১৯৩৮৬৪৪	৪৮২৫৯০	৩০৮০৪	৩৫৭৩৯৩০
২০০৭-০৮	৭০২৭৬৭	১৫৩৩০৪	২৬৪৪৫৫	২০৪০০২৬	৪৩৭৭৭৯	২৭৯৪৩	৩৬২৬২৭৪
২০০৮-০৯	৭৯৫৬৩৯	১২৪৯৮৮	২৫৪৯৫০	১৭৬৬৮৪৮	৩৬১১৭৬	২৩০৫৪	৩৩২৬৬৫৫

২০০৯ থেকে ২০২৩							
অর্থবছর	কৃষি খাত	শিল্প খাত	বিদ্যুৎ খাত	যোগাযোগ খাত	গৃহস্থালী	অন্যান্য	মোট
২০০৯-১০	৯০৯৫৫৬	১৭৭৬৬৩	২১৬৫৮২	২০২৭৫০৯	৪০০৪২১	২৫৫৫৯	৩৭৫৭২৯০
২০১০-১১	১০০৪৩৫৬	২৯৩৯৪৮	৯৩১৮৭৭	২১৮৩৭৯০	৪২৬৮১০	২৭২৪৩	৪৮৬৮০২৪
২০১১-১২	১০৯১৯৮৯	২৩১০৭১	১১৭১৭১৮	২২৯৪১৬০	৩৯৯২২৬	২৫৪৮২	৫২১৩৬৪৬
২০১২-১৩	৯৮৪৯৩৬	১৮৮৯৯২	১২৬১৩৭০	২২৮৮৪৫০	৩৪০৯৫৮	২১৭৬৩	৫০৮৬৪৬৯
২০১৩-১৪	৯৯২৭৩৬	১৩৮৭৫০	১৫৫৬৭৮২	২৪৫৭৭৯০	৩১৮৫৭৪	২০৩৩৪	৫৪৮৪৯৬৬
২০১৪-১৫	৯২৯২০৯	২৩০৫২০	১৩৬৪৭৪৩	২৪৭২৪৮৬	৩০৪৯৯৭	১৯৪৬৮	৫৩২১৪২৩
২০১৫-১৬	৯৪৬৯০৩	২৫৩০৩৬	১২০০৭৭২	২৬১৬৩৪৭	২২৩৭৪৭	১৫২১৫	৫২৫৬০২০
২০১৬-১৭	৯০৫৬২৩	৩৭০৮৪৮	১৩৭২২৬০	৩০৩৮৫১১	১৮২৫৪৯	১৮৯৩৯	৫৮৮৮৭৩০
২০১৭-১৮	১০৯০৯০৩	৩৩৭৯০৩	১৮৭১৭৫৬	৩৪৩২২৩৯	১৫৬৭৫৬	৫৮৭৭৯	৬৯৪৮৩৩৬
২০১৮-১৯	১০৭৫৩২৬	৩৮৮৩২৪	১১২৩৩৯৬	৩৭১০২১১	১৩৪৬০৯	১১৭৭৩১	৬৫৪৯৫৯৭
২০১৯-২০	৯৯০৭৫২	৪২১০৮৮	৩৭১০২১	৩৫৩৬৪৮৯	১০৮৩৪৭	৭৫৩৯৪	৫৫০৩০৯১
২০২০-২১	৯৭৫৬০৪	৪৫০৪৩৭	৬৫২০৬৬	৩৯৬৩৭২৫	৯৭৬০০	১৬০২৯৮	৬২৯৯৭৩০
২০২১-২২	১১৫০৮৭৭	৩৭৯৬৬৫	৮৮৩২৩১	৪২৫৯৯৭৬	৯০৬০৪	১৫০৬৫৭	৬৯১৫০১০
২০২২-২৩	১১,৩৮,৫৩০	৪,১৩,৫৫০	১৩,০৩,৫২৭	৪২,৭৬,১১১	৭১,২২৮	১,৪৩,১৪৯	৭৩,৪৬,০৯৫

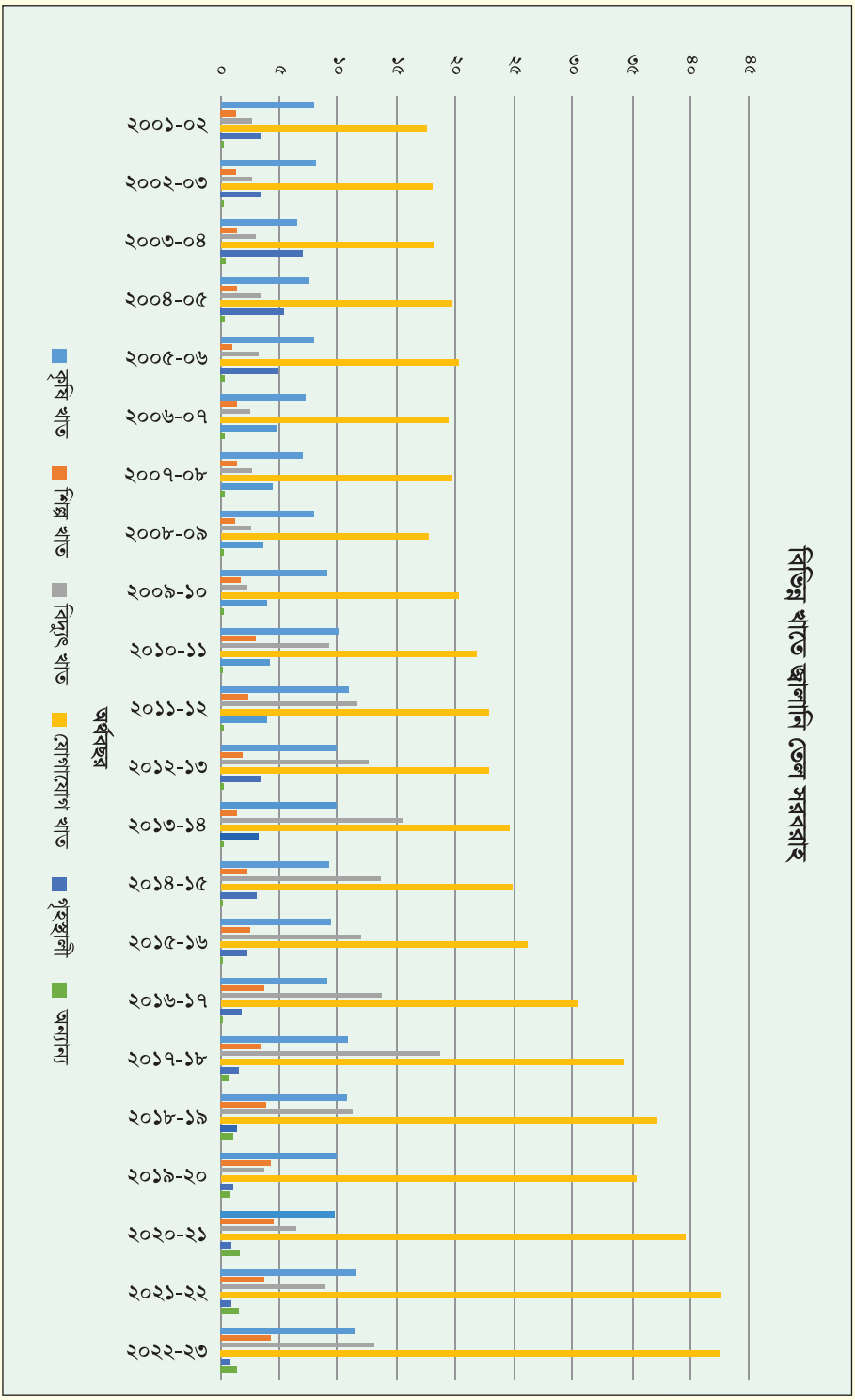
বিভিন্ন খাতে জ্বালানি তেল সরবরাহ
০
৯
১০
১৯
২০
২৯
৩০
৩৯
৪০
৪৯
২০০১-০২
২০০২-০৩
২০০৩-০৪
২০০৪-০৫
২০০৫-০৬
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২
২০২২-২৩
অর্থবছর
কৃষি খাত
শিল্প খাত
বিদ্যুৎ খাত
যোগাযোগ খাত
গৃহস্থালী
অন্যান্য

৪. খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রম

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতিত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে, দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জয়পুরহাট জেলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ৬২৫ মি.টন। অতীত এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া জিএসবি এর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর ও ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পাশাপাশি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সমুদ্র সীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবীর পক্ষে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক তথ্য/উপাত্ত ও প্রমাণাদি সরবরাহ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমুদ্রসীমা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ দপ্তরকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি জাতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করে, তেল ও গ্যাস ব্যতিত দেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও গবেষণার মূল দায়িত্ব অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধু সার্বভৌম সমুদ্রসীমাকে নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে "অভ্যন্তরীন জল এবং সমুদ্র অঞ্চল আইন-১৯৭৪" অনুমোদন করেন। প্রতিবেশী বার্মা (মায়ানমার) সরকারের সাথে উক্ত আইনের আলোকে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় ০৭টি সীমানা বিন্দু চিহ্নিত করে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে "এডহক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন চার্ট -১১৪ অফ ১৯৭৪" গৃহীত হয়; যা ছিল ২০১২ সালের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির অন্যতম ভিত্তি।

রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে জিএসবি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম

রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে জিএসবি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬-০২-২০১৪ ও ০৯-০৪-২০১৫ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পরিদর্শনকালে জিএসবি সংশ্লিষ্ট ২টি নির্দেশনা প্রদান করেন- "ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালুতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার

করতে হবে" এবং "ঢাকা শহরের ন্যায় অন্যান্য শহরে ও জিএসবি ভূ-ইকনোমিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলবে"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকায় প্রায় ১৮০০ বর্গ কি.মি. এলাকার বালি বিশ্লেষণ করে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে ভারী খনিজের গড় পরিমান ৮.৯২%। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অপর নির্দেশনা অনুযায়ী জার্মান সরকারের অর্থায়নে বরিশাল, সাতক্ষীরা, খুলনা ও ফরিদপুর নগরাঞ্চলে "জিও ইনফরমেশন ফর আরবান পানিং এন্ড এ্যডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। জিএসবি ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে জিওইউপিএসি প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের অর্জন গুলি হল:

- ৪টি প্রকল্প এলাকায় বিজিআর জার্মানি কর্তৃক বিল্ডিং গ্রাউন্ড সুইটেবিলিটি ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, সাতক্ষীরা, খুলনা ও ফরিদপুর শহর ও আশেপাশের এলাকায় এসপিটি এর মাধ্যমে সকল ভূ-প্রকৌশল বোরহোল সম্পন্ন হয়েছে।
- সংগৃহীত স্যাম্পলসমুহের গবেষণাগারে এ্যানালাইসিস ও ডাটাবেজে এনট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রাপ্ত সকল তথ্য ISEG ডিজিটাল ডাটাবেজে আপডেট করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ইনহাউজ/স্থানীয়, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি প্রশিক্ষণ সহ মোট ৩৯টি প্রশিক্ষণ ও ১৩টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে।
- বিজিআর জার্মানিতে ০৫টি ওভারসিস প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪টি প্রকল্প এলাকার ভূ-প্রকৌশল মানচিত্র প্রনয়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪টি প্রকল্প এলাকার জিও-মরফোলজিক্যাল মানচিত্র, DTM, river shifting, inundation, land use mapping প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে ২০০৯ হতে ২০২৩ সময়ে জিএসবি কর্তৃক সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচি /প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল	জিওবি ব্যয়	ডিপিএ
	কর্মসূচি		
১.	খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম। (জুলাই, ২০০৪ - জুন, ২০০৯)	৩০৯.৩৯	-
২.	খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-দ্বিতীয় পর্যায়। (জুলাই, ২০১১ - জুন,২০১৪)	৫২১.৫২	-
৩.	চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারী যুগের ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্যপ্রমাণাদী উদঘাটনকল্পে সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন। (জুলাই, ২০১০ - জুন,২০১৩)	২০০.০৬	-
৪.	খনিজসম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন। (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০০৯)	৮৫৩.৩২	-
	প্রকল্প		
১.	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও দূর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ। (জুলাই, ২০০৬-জুন, ২০১১)	১৫৭০.৫৯	-
২.	স্ট্রেনদেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি"। (জানুয়ারি, ২০১০-জুন,২০১৪)	৩৬৪৭.৩১	-
৩.	বাংলাদেশের নদী বক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ। (ডিসেম্বর, ২০১৫- জুন, ২০১৯)	২৪৯২.৩৬	-
৪.	বিল্ডিং গ্রাউন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম অব ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ"। (মে, ২০০৭ ডিসেম্বর, ২০০৯)	জার্মান সরকার	২১৮.৯০
৫.	হাই রেজুলিউশান টিরেইন মডেলিং অব নর্থ-ইস্টার্ণ পার্ট অব গ্রেটার ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ"। (জুলাই, ২০০৮ - মার্চ, ২০১০)	জার্মান সরকার	২০৯.৭৭
৬.	এনহেন্স ইন্সটিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস্ ইন বাংলাদেশ"। (জুলাই২০০৯ - জুন২০১২)	নরওয়ে সরকার	৩৯০.০০
৭.	এনহেন্স ইন্সটিটিউশনাল সাপোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ডস্ ইন বাংলাদেশ"। দ্বিতীয় পর্যায়। (জুলাই২০১৩ - জুন২০১৬)	নরওয়ে সরকার	৪৯০.০০
৮.	জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ (জিইউডি)"। (জুলাই ২০১৩ - জুন২০১৬) জার্মান ও জিওবি	৯০২.৩৩	১৫০০.০০
৯.	জি-ইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি) (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২)	জার্মান সরকার	৩৩২৩.২৪
	সর্বমোট	**১০৪৯৬.৮৮**	**৬১৩১.৯১**

প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড

জিএসবি কর্তৃক ভূমিকম্প, বাংলাদেশের খনিজ, জলবায়ু পরিবর্তন, সহনশীল আধুনিক নগরায়নের জন্য মানচিত্রায়ন, উপকূলীয় লবনাক্ততা হ্রাস, ভূমিধ্বস, রিমোট সেন্সিং ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর অন্তত একটি করে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে দেশের বিভিন্ন স্তরের ভূবিজ্ঞানিরা অংশগ্রহন করছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীরা জিএসবি থেকে বিভিন্ন খনিজের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষনা সম্পাদন করছে এবং গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন জিএসবিকে প্রদান করছে। এছাড়া ভারত, চীন, নরওয়ে , জার্মানির সঙ্গে সম্পাদিত সকল MoU এর ফলোআপ করা হচ্ছে এবং সম্পাদিত MoU অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, নলেজ শেয়ারিং, কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে নরওয়ে ও জার্মানির সাথে কয়েকটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভারত, চীন, রাশিয়া, জাপান,সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান আছে। সমন্বিত প্যালিনোলজি ও প্যালিওন্টোলজিক্যাল ডাটাবেজ এবং 'Bangladesh Mineral Museum' এ্যাপ আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ্যাপ দুটি বর্তমানে গুগল প্লে স্টোরে "BD Palaeontology" ও 'Bangladesh Mineral Museum' নামে বিদ্যমান আছে।

২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত বছরভিত্তিক অর্জনসমূহের চিত্র

- ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিএসবি ঢাকা শহরের উত্তর পূর্বাংশে লাইডার সার্ভে সম্পন্ন করেছে।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকার ১:২৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলনবিল এলাকার ৭০৮২.১০ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন হয়েছে। একই অর্থবছরে ভূমিধ্বস আগাম সংকেত প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় ৩৬২-৩৬৫ মিটার গভীরতায় ৩.০ মিটার পুরু চূনাপাথর এবং ৫৭৫.৬১ মি. এবং ৫৮৭.৫০ মি. গভীরতায় ১.০ মি. পুরুত্বের ৩টি ম্যাগনেটিক ব্যান্ড পাওয়া গেছে এবং জিএসবির গবেষণা ও অনুসন্ধানমূলক কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজউক প্রণীত ডিএপি এলাকার ভূ-অভ্যন্তরস্থ ভূ-প্রকৌশল তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূমির উপযুক্ততা মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার ভগবানপুর এলাকায় ২৯ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর ও নওগাঁ জেলার বাদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত তাজপুর এলাকায় ৬৭৫ মিটার গভীরতায় ৩০ মিটার পুরু চুনাপাথর আবিষ্কার করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ৬২৫ মে. টন। জিএসবি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার, ২০১৯-২০

অর্থবছরে ২,৪৫২ বর্গ কিলোমিটার এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯৭ বর্গ কিলোমিটার ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮০০ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

জিএসবির ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রণীত অধিকাংশ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। আগামী ১০ বছরে জিএসবির নতুন পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- ✓ "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ✓ "জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগরায়ণের জন্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার (জি.আই.সি.ইউ)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ✓ "বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে প্রাকৃতিকভাবে জমা হওয়া পাথর ও সিলিকা বালু এবং কক্সবাজার জেলার সমুদ্র সৈকত ও চরে খনিজ বালু (Heavy Mineral) অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ মজুদ নির্ণয় ও মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ✓ টেকসই উন্নয়ন এবং জিও রিসোর্স ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ (পার্বত্য জেলাসমূহ ১ম পর্যায়)।
- ✓ টেকসই উন্নয়ন এবং জিও রিসোর্স ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ (উত্তর পূর্বাংশের জেলাসমূহ ২য় পর্যায়)।
- ✓ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় পতিত প্রধান নদীসমূহ, মোহনা এবং চ্যানেলসমূহের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং দূর্যোগসমূহ চিহ্নিতকরণ।
- ✓ Urban & Engineering Geological Mapping of four districts Headquarter (Manikganj, Munshiganj, Narshingdi and Rajbari) with important growth center of Dhaka Division.
- ✓ টেকসই উন্নয়ন এবং জিওরিসোর্স ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ (উত্তর মধ্যাংশের জেলাসমূহ ৩য় পর্যায়)।
- ✓ বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বকি বৈশিষ্ট্য নিরুপণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান।
- ✓ Urban & Engineering Geological Mapping of five districts Headquarter (Brahmanbaria, Chandpur, Chattogram, Cumilla, Feni) with important growth center of Chattogram Division
- ✓ উপকূলীয় নদী, মোহনা ও উপকূল সন্নিকটস্থ অগভীর এবং গভীর সাগর বক্ষের ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন। ভূমিক্ষয়, ভূমিগঠন এবং অবক্ষেপিত পললের প্রকৃতি ও অন্তঃস্থ গুনাগুন নির্ণয়। ভূমি অবনমনের কারণ ও হার নির্ণয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুকির প্রভাব বিশ্লেষণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণ"।
- ✓ খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন
- ✓ ঢাকার মিরপুরে একটি আধুনিক ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কার

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি খাতে দেশীয় কয়লা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে মজুদের পরিমাণ প্রায় ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন। এরমধ্যে বর্তমানে একমাত্র বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। বর্তমানে এ খনির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ০.৮০ মিলিয়ন টন। বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্ট সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খনি বর্ধিতকরণের জন্য "Feasibility study for extension of Existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the Basin without interruption of the present production (2nd Revised)" শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত স্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৪র্থ চুক্তির আওতায় উত্তরাংশকে অন্তর্ভূক্ত করে কয়লা উত্তোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কয়লাক্ষেত্রসমূহের সবগুলোই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাশপীর এবং দিনাজপুরের দীঘিপাড়ায় কয়লাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কয়লাক্ষেত্রসমূহের মধ্যে ২০০৫ সাল থেকে একমাত্র বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি হতে ভূ-গর্ভস্থ মাইনিং পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে।

কয়লা মজুদ

ক্র.নং	কয়লাক্ষেত্রের নাম	মজুদের পরিমান (মিলিয়ন টন)
১.	বড়পুকুরিয়া	৪১০
২.	দীঘিপাড়া	৭০৬
৩.	ফুলবাড়ি	৫৭২
৪.	খালাসপীর	৬৮৫
৫.	জামালগঞ্জ	৫৪৫০
	মোটঃ	**৭৮২৩ (মিলিয়ন টন)**

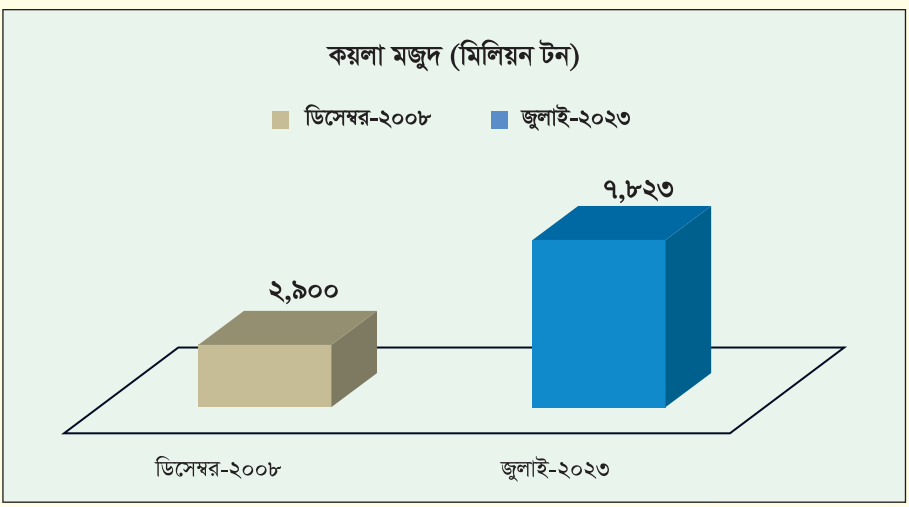

কয়লা উত্তোলন

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে শুরু হতে ডিসেম্বর-২০০৮ সাল পর্যন্ত ১.৯৮ মিলিয়ন টন কয়লা (খনি নির্মাণকালীন কয়লাসহ) উত্তোলিত হয়েছে। অপরদিকে জানুয়ারি-২০০৯ হতে জুলাই-২০২৩ পর্যন্ত মোট ১১.৯১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৩,০০০-৩,৫০০ টন হারে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা পার্শ্ববর্তী ৫২৫ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত কয়লা দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

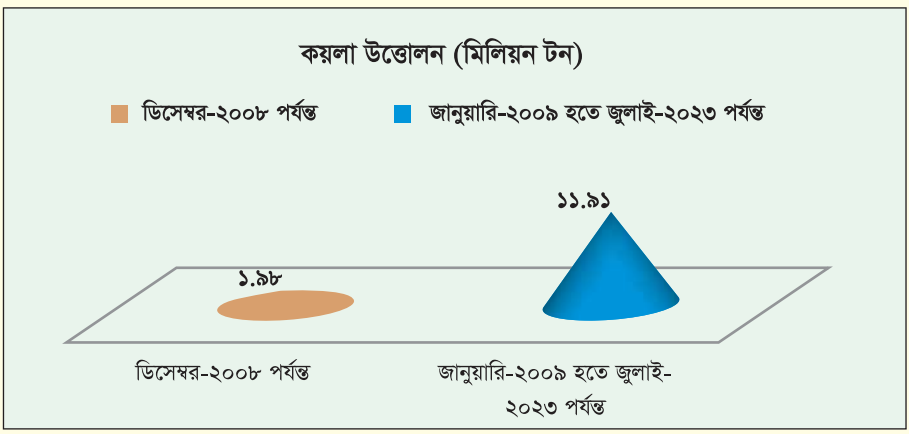

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকারী	উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম (২০০৯-২০২৩)	প্রকল্পের সময়কাল	অগ্রগতি %
১.	বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতোপূর্বে IWM কর্তৃক একটি হাইওড্রাজিওলজিক্যাল স্টাডি সম্পন্ন করা হয়।	২০১২ সালে	১০০%
২.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিস্টিং আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা সাউদার্ণ এন্ড দ্যা নর্দার্ণ সাইডস অব দ্যা বেসিন উইদাউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রেজেন্ট প্রোডাকশন।	(১ এপ্রিল ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৮)	১০০%
৩.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ (১ম সংশোধন)	(১ জানুয়ারী ২০১৭ হতে ৩১ মার্চ ২০২০)	১০০%
৪.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	Preliminary Study for Development of Alihat Iron Ore Deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh	(১০ আগস্ট ২০২২ হতে ০১ জানুয়ারি ২০২৪)	২৩% (প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে)

কয়লা খাতের উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ/কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২০০০০ লোকের আয়ের উৎস তৈরী হয়েছে। বড়পুকুরিয়া খনি হতে উত্তোলিত কয়লার উপর ভিত্তি করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও নতুনভাবে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া কয়লা খনির আশেপাশে অনেক ছোট-বড় শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কয়লা খনি সংলগ্ন জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
- একইভাবে বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণাংশে উন্মুক্ত খনি নির্মাণ করার পরিকল্পনায় সরকারের ব্যয় এর ফলে প্রতিবছর ৬ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা যাবে যা দিয়ে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
- দিঘীপাড়া কয়লা খনি নির্মাণ করার পরিকল্পনায় সরকারের ব্যয় এর ফলে প্রতিবছর ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা যাবে যা দিয়ে প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ন্যায় এ খনিতে উৎপাদন শুরু হলে খনি সংলগ্ন জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে যা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

তেল, গ্যাস ও সাধারণ বালু ব্যতিরেকে খনিজ অনুসন্ধান, উৎপাদন ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিক্রমা

তেল, গ্যাস ও সাধারণ বালু ব্যতিরেকে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এবং উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডি কর্তৃক সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ এর সঠিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স এবং উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন খনির বৃত্তান্ত

কয়লা খনি: দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা খনির মধ্যে শুধু দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক কয়লা উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত কয়লা হতে সরকারের প্রাপ্য রয়্যালটি আদায় হচ্ছে। খনি হতে বছর ভিত্তিক কয়লা উত্তোলন ও রয়্যালটি আদায়ের চিত্র নিম্নরূপ:

গত ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বিসিএমসিএল হতে বছর ভিত্তিক কয়লা উৎপাদন ও রয়্যালটি আদায়ের চিত্রঃ

অর্থবছর	কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)	আদায়কৃত রয়্যালটির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	৮.২৮	২২.৭৩
২০০৯-১০	৭.০৫	২৩.৩৪
২০১০-১১	৬.৬৭	১৯.৩৬
২০১১-১২	৮.৩৫	৩৬.৩৭
২০১২-১৩	৮.৫৫	৩৫.৬০
২০১৩-১৪	৯.৪৭	৩২.৪২
২০১৪-১৫	৬.৭৬	২২.৫৪
২০১৫-১৬	১০.২১	৩১.৭৮
২০১৬-১৭	১১.৬০	৪৩.৬১
২০১৭-১৮	৯.২৩	৭৮.০৪
২০১৮-১৯	৭.৯৯	৩১.৭৩
২০১৯-২০	৮.১১	৭৩.৫৯
২০২০-২১	৭.৫৪	৬৩.৯৬
২০২১-২২	৪.৮৮	৬৭.৪৭
২০২২-২৩	৭.৬৭	৯৭.০০
মোট	**১২০.৫২**	**৭০৪.৯১**

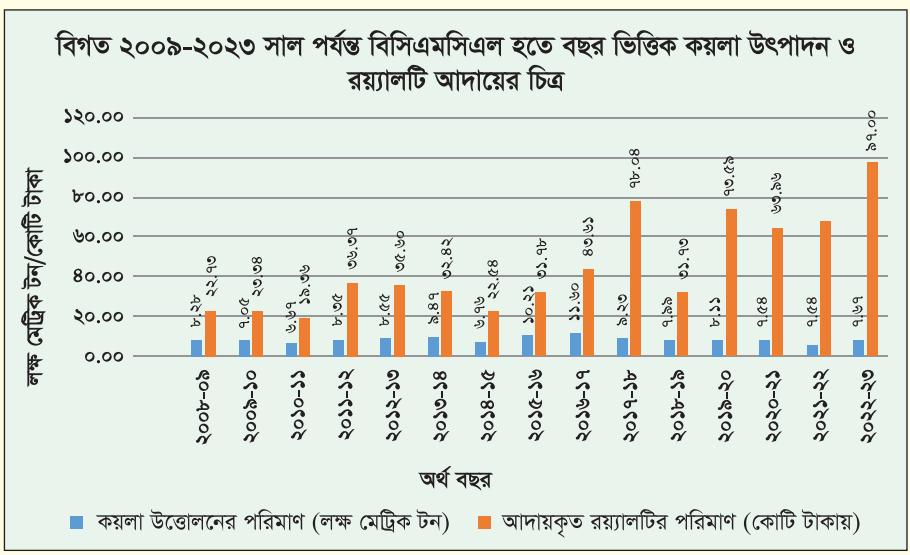

কঠিন শিলা (গ্রানাইট পাথর) খনি

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) কর্তৃক কঠিন শিলা উত্তোলন করা হচ্ছে। কঠিন শিলার মজুদ ১৭৪ মিলিয়ন টন। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট উৎপাদন প্রায় ১০ মিলিয়ন টন। ২০০৭ সন হতে বাণিজ্যিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে কঠিন শিলা উৎপাদন শুরু হয়ে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে।

বছরভিত্তিক কঠিন শিলা খনি হতে রয়্যালটি আদায়ের চিত্র

২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত এমজিএমসিএল হতে বছরভিত্তিক কঠিন শিলা উৎপাদন ও রয়্যালটি আদায়ের চিত্রঃ

অর্থবছর	কঠিন শিলা উত্তোলনের পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)	আদায়কৃত রয়্যালটির পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৮-২০০৯	২.২৯	০.৬৩
২০০৯-২০১০	২.৬২	০.৮৩
২০১০-২০১১	২.৩৭	০.৪৪
২০১১-২০১২	৩.০৬	০.৮৮
২০১২-২০১৩	২.৮১	১.১২
২০১৩-২০১৪	১.৮৭	০.৬৪
২০১৪-২০১৫	৯.৩১	১.১৯
২০১৫-২০১৬	১.৫৩	৩.৪৩
২০১৬-২০১৭	০.৫৭	০.৪১
২০১৭-২০১৮	৭.৫৯	২.৫৫
২০১৮-২০১৯	১০.৬৮	৪.৩০
২০১৯-২০২০	৮.২৪	৩.৮৪
২০২০-২০২১	১০.১৭	৬.৫২
২০২১-২০২২	৯.৬৪	৯.০৪
২০২২-২৩	১০.৬৩	১২.৪৯
মোট	**৮৫.৬৫**	**৪৮.৫৩**

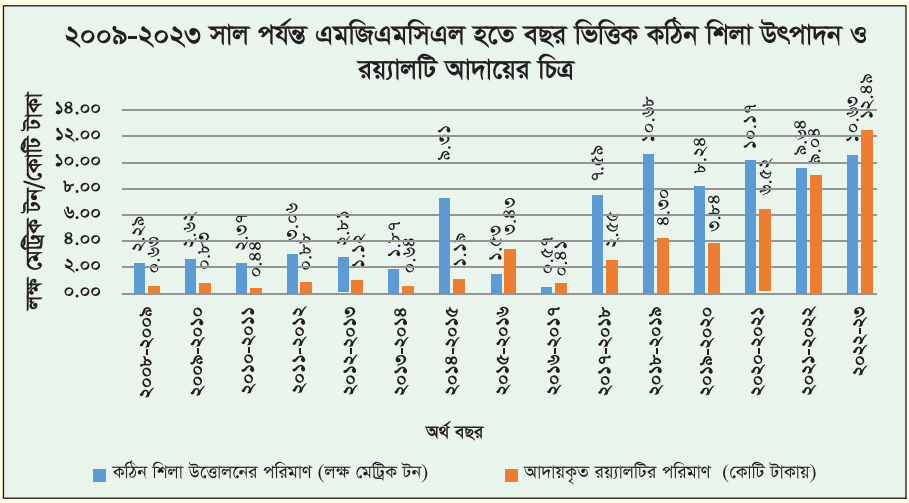

এমজিএমসিএল হতে বর্তমানে দৈনিক ৪৫০০-৫০০০ টন হারে কঠিন শিলা উত্তোলিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কঠিন শিলা উত্তোলনের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উত্তোলিত কঠিন শিলা রাস্তা-ঘাট, রেললাইনসহ দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

গেজেটভুক্ত কোয়ারি বৃত্তান্ত

বিএমডির অধীনে সারা দেশে ইজারাযোগ্য ৫০টি পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি, ১৬টি সাদামাটি কোয়ারি রয়েছে। পরিবেশের কথা বিবেচনা করে উক্ত কোয়ারিসমূহের ইজারা প্রদান কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে দেশের ৭৮টি গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার চর এলাকা হতে মূল্যবান খনিজ বালু/ভারি মণিক আহরণের জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে যা থেকে ভবিষ্যতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তিসহ দেশীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

২০০৯-২০২৩ সময়ে বিএমডি'র সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ৮০৮.৮৮ কোটি টাকা।
- জানুয়ারি/২০০৯ হতে ১৪ আগস্ট/২০২৩ পর্যন্ত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকাবালু, ও সাদামাটির মোট ২০৭টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- বিএমডি'র সকল নাগরিক সেবা (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) অনলাইন/অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে E-Licence and Lease Management System সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় ১৩টি সিলিকা বালু কোয়ারি E-Licence and Lease Management System সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনে কোয়ারি ইজারা প্রদানের ফলে পূর্বের তুলনায় প্রায় ১০ গুন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০২১-২২ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হবিগঞ্জ জেলায় ১৩টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করে ১৭ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

- বিএমডি'র সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল, বেগবান ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে (ক) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২; (খ) সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪; (গ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪; সহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে :

- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোকে শক্তিশালী করার জন্য মহাপরিচালক পদসহ মোট ৩০টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে এবং পদসমূহে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

- দেশের বিভিন্ন জেলার সাদামাটি, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ চিহ্নিত করে ২০১৩ সালে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

- দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত ২১-১১-২০২১ তারিখে ০২ বছর মেয়াদে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

- গত ০৮ সেপ্টেম্বর/২০২০ তারিখে বিএমডি কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর ভূমিতে খনিজ বালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদার করা হয়। বর্তমানে উক্ত এলাকায় খনিজ বালু উত্তোলন/আহরণের জন্য খনি ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশীয় উৎস হতে উত্তোলনযোগ্য কয়লা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার সদর ও নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ কি. মি এলাকায় খনি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

৫. জ্বালানি খাতের রেগুলেটরি কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

উক্ত তহবিলে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৪,৫৮৮.৯৫ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

উক্ত তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৫,০৮৯.৬৮ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ১১টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১,৯৯৬.৭৫ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

উক্ত তহবিলে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ১৪,৩৩৪.৮১ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving Fund হিসেবে ১৩,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বিইআরসি গবেষণা তহবিল

জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত উক্ত তহবিলে বিতরণ কোম্পানী হতে প্রায় ৭৫.৪৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কমিশন কর্তৃক তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২' জারী করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান

- কমিশন সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৯২১টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ২,৬৮৫টি ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করেছে।
- পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণ এর জন্য ১,১৪১টি লাইসেন্স প্রদান করেছে।
- এছাড়া গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সিএনজি/এলপিজি মজুত, বিতরণ ও বিপণনের জন্য সর্বমোট ৬৫২টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। এসব লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের ফলে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল হচ্ছে যা প্রবৃদ্ধি অর্জনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- মানসম্পন্ন পরিসেবা নিশ্চিত করার জন্য কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড চালু করা;
- সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিইআরসি-কে শক্তিশালী করা;
- লাইসেন্সধারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে সমস্ত লাইসেন্সধারীদের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করা;
- এনার্জি পরিসংখ্যান এবং ডেটা সংগ্রহ, পর্যালোচনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকাশ করতে বিইআরসির সকল কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করা;
- আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ইউটিলিটি নিয়ন্ত্রকদের সাথে অংশীদারিত্ব জোরদার করা;
- কাগজবিহীন অফিস তৈরি করা।

রেগুলেটরি কার্যক্রমে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ভূমিকা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর একটি সংযুক্ত দপ্তর। বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এবং পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত ৯টি বিধিমালা এবং আমদানি নীতি আদেশ অনুসারে বিস্ফোরক (খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে ব্যবহার্য), গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলনীয় রাসায়নিক পদার্থসহ আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত বিপদজনক পদার্থ সৃষ্ট বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা রোধকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তর দায়িত্ব পালন করে।

উক্ত বিধিমালা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিপজ্জনক পদার্থ অধিকারে রাখা, মজুদকরণ, পরিবহন এবং আমদানিকরণ এর লাইসেন্স, পারমিট, অনুমতি, অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান করা, পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত আধারে গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ এবং মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসারে বোমা জাতীয় আলামতের পরীক্ষণপূর্বক মতামত প্রদান করাও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০০১ হতে ২০০৮ এবং ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক অর্জনের তুলনামুলক চিত্র

ক্রমিক নম্বর	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	২০০১-২০০৮ মেয়াদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন	২০০৯ -২০২৩ মেয়াদের পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদনের সংখ্যা	১,৬৭৫	৭,৮৪৭
২	আমদানিকৃত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	৮,০৫,১২৪	১,৪৯,০৩,১৯৬
৩	এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স সংখ্যা	১,২৫১	৬,১৩০
৪	বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, কার্বাইড, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার মজুদ প্রাঙ্গণ এবং পেট্রোলিয়াম ও এলপিজি ট্যাঙ্কার পরিদর্শন	১,৯১২	১৮,৬০২
৫	বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা	১৩,৬৮৮	২১,৯৮৫
৬	এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	৫,৯৮৪	৪৩,৩৩২
৭	পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাংকের সংখ্যা	৮১,৭৫১	১,৭৭,৭৩১
৮	গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	১,১৯৪	১,৭১০
৯	অনুমোদিত গ্যাস পাইপলাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	৫৩৯	১,৪৪০

২০০৯-২০২৩ মেয়াদের বর্ণিত অর্জন পূর্ববর্তী সময়ের অর্জনের তুলনায় বহুগুণ বেশি। বিশেষ করে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি হিসেবে এলপিজি এর ব্যাপক প্রসার লক্ষণীয়। এরূপ ক্রমবর্ধমান অর্জন জ্বালানি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল ১০৪। দেশের বিভিন্ন স্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় জোনভিত্তিক দপ্তর স্থাপনের প্রস্তাবসহ ৮৫৯ জনবল বিশিষ্ট একটি আধুনিক সাংগঠনিক কাঠামো, পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করে অধিদপ্তরের নতুন নামকরণ অনুমোদনের বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে।

অনলাইনে সেবা প্রদান

আমদানির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের ত্বরিত সেবা প্রদানের নিমিত্তে অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে আধুনিকায়নের কর্মপরিকল্পনা ক্রমশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটুআই পরিচালিত MyGov প্ল্যাটফর্মের সাথে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অবিলম্বে যুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিডা'র ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান

বিস্ফোরক পরিদপ্তর প্রদেয় সেবা স্বচ্ছতার সাথে অতি সহজে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের নিমিত্তে বিডা'র সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং বিডা'র নির্দেশে পরিচালিত সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের সাথে বিভিন্ন কলকারখানা পরিদর্শনে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ

ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও-এ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের নিমিত্তে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১০ কাঠা ভূমির উপর আধুনিক ভবন নির্মাণের নকশা প্রণয়নের কার্যক্রমের বিষয়টি স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১. ইতোপূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সৃজিত পদগুলো ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নিয়োগ বিধিমালা জারি করা হয়েছে। জারিকৃত নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে দ্রুত জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্য-পরিধির আওতাধীন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিতকরণ।

২. দপ্তরের দায়িত্ব ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দপ্তরটি পুনগঠন এবং সেবা প্রদানে আধুনিকায়নের জন্য ৮৫৯ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে এর দ্রুত বাস্তবায়ন। এছাড়াও পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ।

৩. আধুনিক পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দপ্তরের পরীক্ষাগার আধুনিকায়নকরণ।

৪. আইটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্ণেন্স সিস্টেম কার্যকরকরণ।

৬. জ্বালানি খাতের নীতি, কৌশল এবং গবেষণা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে Strengthening of the Hydrocarbon Unit প্রকল্প দুই পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের সুপারিশক্রমে Hydrocarbon Unit মন্ত্রণালয়ের একটি টেকনিক্যাল ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠে। জানুয়ারি ২০১৪ হতে Hydrocarbon Unit রাজস্ব বাজেটের স্থায়ী কাঠামো হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- তেল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন। হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর ১ম প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০১ সালে বাংলাদেশের গ্যাস মজুদের প্রথম প্রাক্কলন করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের গ্যাস মজুদের হালনাগাদকৃত শেষ তথ্য ২০১০ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রকাশ করেছিল, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্যাস রিজার্ভ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য।

- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজার পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান দেশে সরবরাহকৃত (সরকারি ও বেসরকারি) মোট পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ডাটা শুধুমাত্র হাইড্রোকার্বন ইউনিট সংরক্ষণ করে।

- প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিগরি প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে নিয়মিত Energy Scenario প্রস্তুত করে আসছে, প্রতিবেদনটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে

- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন, বিধি এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান। প্রণীতব্য জাতীয় কয়লা নীতি হাইড্রোকার্বন ইউনিটের একটি উলেখযোগ্য উদ্যোগ;

- PSC, JMC, JRC, প্রভৃতি চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;

- জ্বালানি খাতের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন। বিকল্প জ্বালানি, Energy Transition ইত্যাদি বিষয়ে দেশের স্বনামধন্য গবেষক/বিশেষজ্ঞদের নিয়ে জাতীয় Energy Security নিশ্চিতকল্পে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময় হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন

- Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment Report, 2010
- Bangladesh Gas Reserve Estimation Report, 2010
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন
- Determining the Nature and cost of household fuel in rural areas, 2022 শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন
- Analysis of Fuel Adulteration Consequences of Bangladesh, 2023 শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন
- Assessing of UCG potential for coalfields of Bangladesh, 2022 শীর্ষক প্রতিবেদন
- Energy Connectivity and Regional Cooperation: Bangladesh, 2022 শীর্ষক প্রতিবেদন
- "Energy Economics, 2022" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন
- "Lubricant Market and its scenario in Bangladesh, 2022" সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন।
- দেশে বিভিন্ন জ্বালানি চালিত যানবাহন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ২০২২
- বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ম্যাপিং, ২০২২
- দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশেষণ, ২০১৯
- গ্যাসের সিস্টেম গেইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ২০১৭।

গবেষণা কার্যক্রম

- হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও বুয়েটের মধ্যে গত ২৭-০৩-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়;
- উক্ত সমঝোতা স্মারক (MoU) ও গবেষণা কার্যক্রম-কে ত্বরান্বিত করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গত ৩০-০৭-২০২৩ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়;
- উক্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বুয়েটের পাশাপাশি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ বর্তমানে যাচাই বাছাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইএমআরডি ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশন কার্যক্রম

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত একটি প্লাটফর্মে দৃশ্যমান করার জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিট ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ড্যাশবোর্ড এর ফিচারঃ

- ৩ টি ভিউ (পাবলিক, প্রাইভেট, এডমিন)
- ইএমআরডি ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির (২৮ টি প্রতিষ্ঠানের) তথ্য-উপাত্ত
- Infographic দৈনিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক রিপোর্টিং মডিউল (ডাউনলোড ও প্রিন্টিং সুবিধাসহ)
- Real time data প্রসেসিং, মনিটরিং, ম্যানেজমেন্ট, অ্যানালিটিক্স ও ফোরকাস্টিং সুবিধাদি
- ডেস্কটপ ভার্সন, মোবাইল ভার্সন এবং টেলিভিশন ভার্সনে ড্যাশবোর্ড (ডেটা ও রিপোর্ট) প্রদর্শন

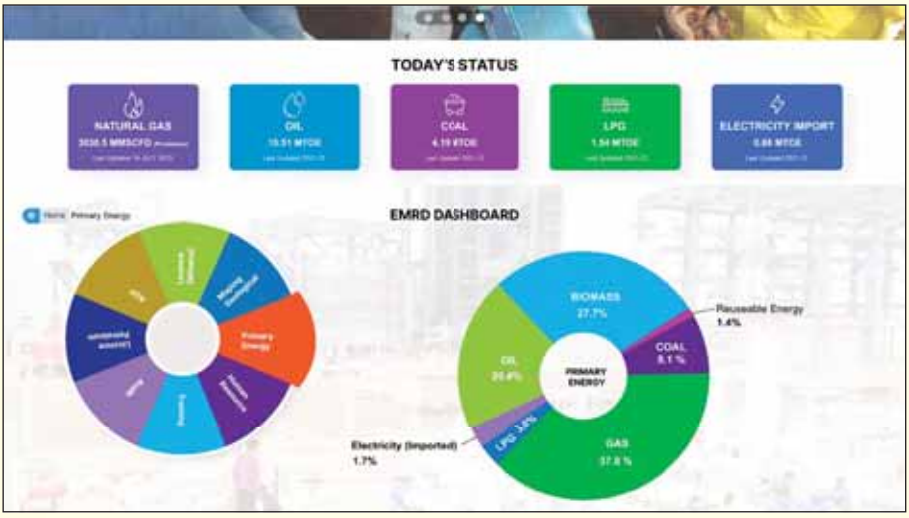

বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগ

- Gas Reserve Estimation and Management শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ;
- "Energy Sector Operational Master Plan" প্রণয়ন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- "Coal Policy 2023" প্রণয়ন শীর্ষক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ;
- US Department of State কর্তৃক প্রস্তাবিত "Carbon capture usage and storage/blue hydrogen technical assistance project" সংক্রান্ত কার্যক্রম -এ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে সহায়তা কার্যক্রম;
- World Bank কর্তৃক প্রস্তাবিত "Bangladesh Technical Assistance for Clean Fuel Development" প্রকল্পের আওতায় Hydrogen Policy প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- UNIDO প্রস্তাবিত "Membership invitation to join the Council on Ethanol-based Clean Cooking (CECC)" শীর্ষক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ।

গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহের ছবিঃ

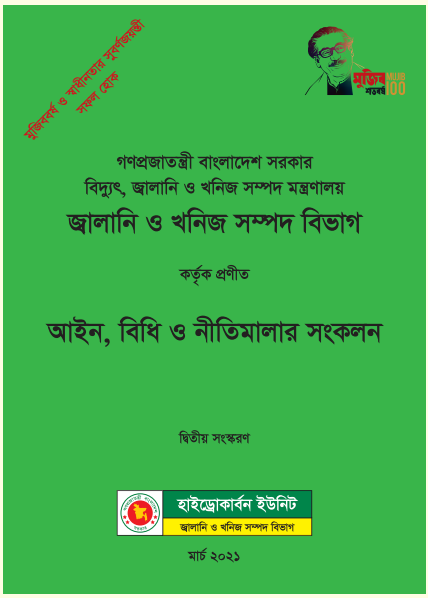

চিত্রঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নিতিমালার সংকলন (দ্বিতীয় সংস্কার)

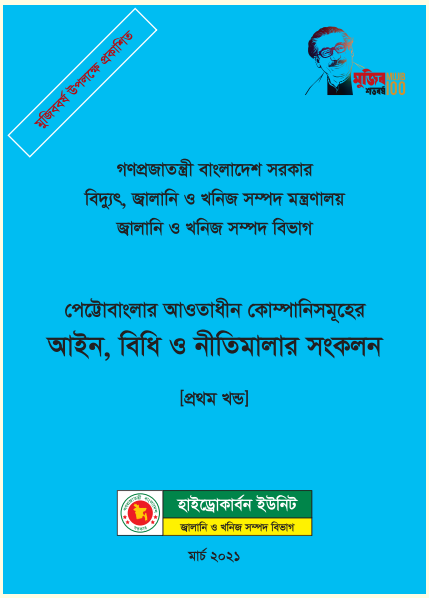

চিত্রঃ বিপিসি'র আওতাধীণ কোম্পানীসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

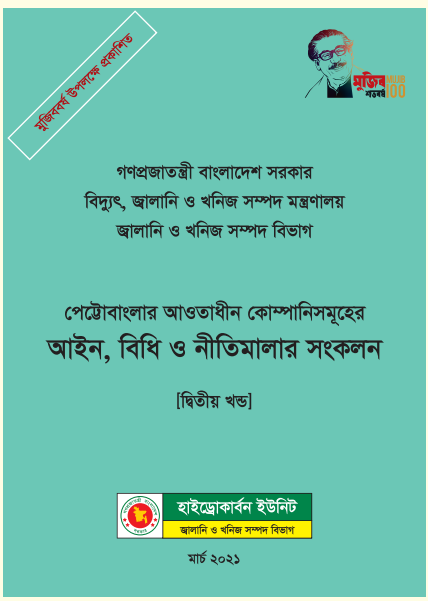

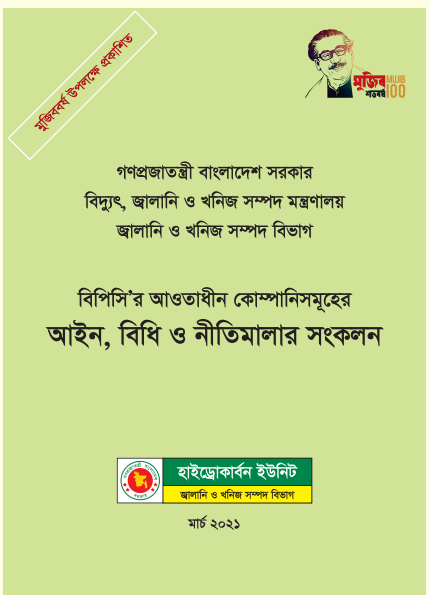

চিত্রঃ পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

৭. মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে জ্বালানি শক্তির ভূমিকা অপরিসীম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে জ্বালানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য জ্বালানির বাড়তি যোগানের পাশাপাশি সেবাদানকারী জনবলের হালনাগাদ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থায় কর্মরত পেশাজীবী কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। বিপিআই বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উৎপাদন, বণ্টন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। গ্যাস উৎপাদন ও নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে বিপিআই-এর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে জড়িত কর্মকর্তাদের সময়োচিত উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এতে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হচ্ছে এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক) গ্যাস খাতের দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিপিআই নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। নিম্নে তা ছক আকারে দেয়া হলো:

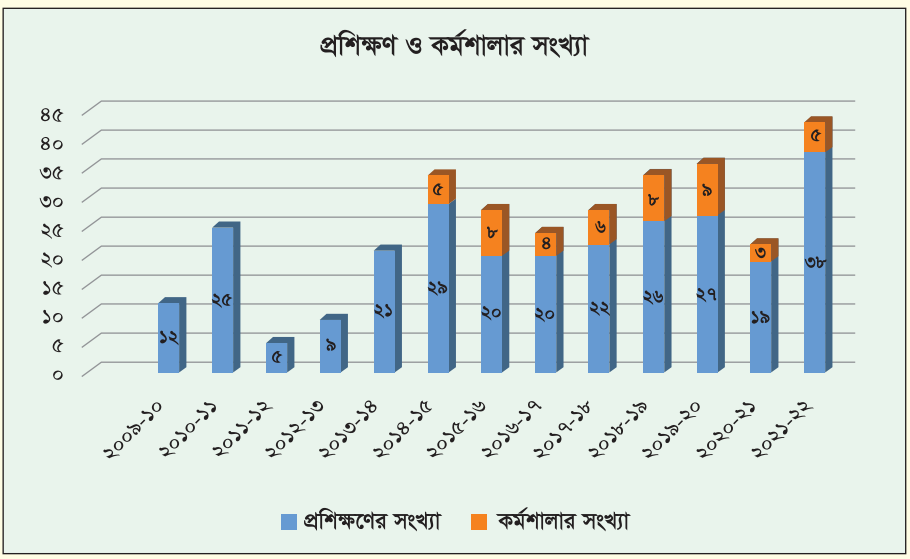

খ। অর্থবছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা:

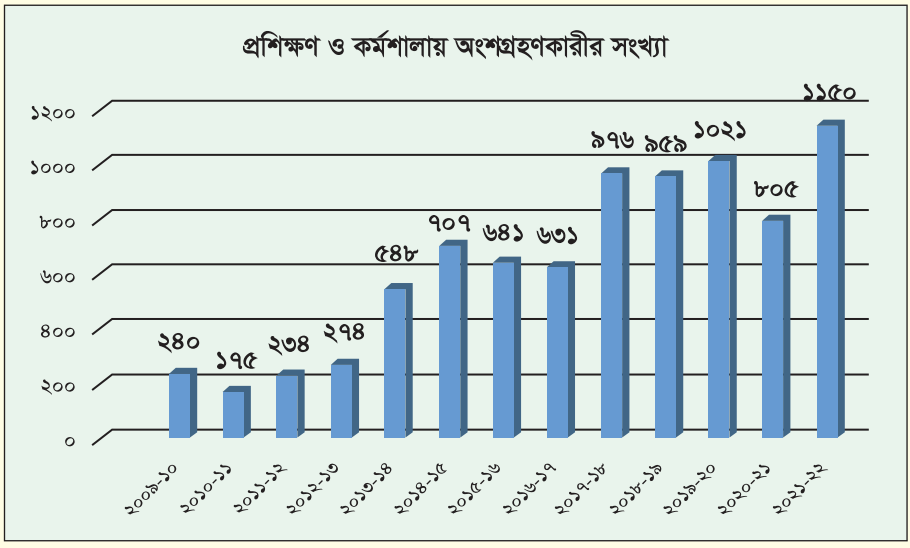

গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহের কিছু ছবি:

ছবি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্তৃক আয়োজিত (Topographical survey) বিষয়ক বাস্তবিক প্রয়োগের খন্ডচিত্র

ছবি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্তৃক আয়োজিত তিতাস গ্যাসের DRS সিস্টেম পরিদর্শনের এর খন্ডচিত্র।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিষয়
১.	উন্নত গবেষণাগার স্থাপন
২.	স্মার্ট সিটিজেন গড়ার লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ
৩.	VR প্রযুক্তির মাধ্যমে 3D টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ আয়োজন
৪.	উন্নত জিমনেসিয়াম ও অত্যাধুনিক আবাসন ব্যবস্থা

সেমিনার/ওয়ার্কশপ কার্যক্রম

হাইড্রোকার্বন ইউনিট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে প্রতি বছর ০৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে। সাম্প্রতিক ০২ বছরে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ১৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত সেমিনারগুলো জাতীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- Future Petroleum Exploration Strategy of Bangladesh
- দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- Future Potential Transformations in Different Sectors of Power, Energy and Mineral Resources in Bangladesh

- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে Share Off-Load, Repeat Public Offer Ges Bond Issue সহ পুঁজিবাজার ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়
- LPG: An Alternate Energy Solution for the Industrial Segment in Bangladesh
- Prospects of Gas Hydrates in Bangladesh
- Prospect and Challenges of Hydrogen Energy in Bangladesh

চিত্র: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সেমিনার

চিত্র: হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার

৮. দেশের সুনীল অর্থনীতির সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রবর্তন করা হয় যার উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক এই সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে সুনীল প্রবৃদ্ধির অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র Blue Economy বা সুনীল অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।

সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু আহরণ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়নই হচ্ছে সুনীল অর্থনীতি। বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২৫ জন জনবল নিয়ে অস্থায়ী Blue Economy সেলের পথচলা শুরু হয়। অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে ব্লু ইকোনমি সেল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং এবং সুনীল অর্থনীতি সংশিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয় ও এ খাতের উন্নয়নের জন্য সুনীল অর্থনীতি সেলটি কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, সরকারের লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কাজ করছে।

সুনীল অর্থনীতির বিকাশে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সমুদ্র সম্পদ আহরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমুদ্রের মৎস্য, প্রাণিজ সম্পদ, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, উপকূলীয় ও দ্বীপ পর্যটনের বিকাশ, উপকূলীয় অঞ্চলের নানাবিধ সম্পদ ও সম্ভাবনা, শিক্ষা, গবেষণাসহ নানা মাত্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধশালী করাই ব্লু ইকোনমি সেলের লক্ষ্য।

সুনীল প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক তাদের প্রাধিকার/প্রাধান্য বিবেচনাপূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতির হালনাগাদ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ব্লু ইকোনমি সেল এর সঙ্গে সমুদ্র সম্পদ সর্ম্পকিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় সভা করা হয়। অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সঙ্গে সমন্বয় করে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয় এবং সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময় সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা হয়ে থাকে।

ব্লু ইকোনমি সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে "Blue Economy Related Database Management: Prospects & Challenges", "The Marine Fisheries Resources of Bangladesh" এবং "Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh এবং Estimation of blue carbon sequestration in the Bay of Bengal and the Coastal region" শীর্ষক ০৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালা পরিচালনা করেছে। সরকারের সুনীল অর্থনীতির বিষয়ে গৃহীত নীতি, কৌশল ও তৎপরতা তুলে ধরার জন্য এবং জনসচেনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে যৌথভাবে সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে আসছে। এ সকল ওয়েবিনার/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, অংশীদারগণের নিকট সরকারের ব্লু ইকোনমি পলিসি ও তৎপরতা তুলে ধরা হচ্ছে।

ব্লু ইকোনমি সেল এর পক্ষ থেকে ব্লু ইকোনমি সংশিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এ সকল সভায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্লু ইকোনমির বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য অবদান রাখছে। একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এর ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গৃহীত সকল প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে।

ব্লু ইকোনমি সেল হতে "Blue Economy Related Database Management: Prospects & Challenges" এবং "The Marine Fisheries Resources of Bangladesh" নামে ইতোমধ্যে ২(দুই)টি বুকলেট ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে "সুনীল অর্থনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের অগ্রযাত্রা" নামক ১টি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এ সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিসরে এই নতুন দিগন্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্লু ইকোনমি সেল কর্তৃক "Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক হিসেবে ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার তৈরী করা;
- ব্লু ইকোনমি সেল কর্তৃক "Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা;

- ব্লু ইকোনমি সেলে ইতোমধ্যে সিনিয়র কনসালটেন্ট (সেক্টর স্পেশালিস্ট) নিয়োগের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সেলের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- জাতীয় স্বার্থে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলকে স্থায়ী সেল হিসেবে রূপদান করা;
- ব্লু ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ব্লু ইকোনমি সেল কর্তৃক সরকারি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়ার আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বৈদেশিক ও বেসরকারী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি খাতের পরিধি বৃদ্ধি করা;

চিত্র: গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ব্লু ইকোনমি সেল হতে প্রকাশিত দু'টি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন।

৯. প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এলক্ষে জ্বালানি খাতের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনপূর্বক সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত ১৫ বছরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, নিয়মাবলী, ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

আইন

১। বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০
২। বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০
৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১০
৪। বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫
৫। পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬
৬। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬
৭। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০
৮। বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১
৯। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২
১০। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩

বিধিমালা

১। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২
২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩
৩। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫
৪। কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ (সংশোধিত ২০১৬)
৫। এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮
৬। পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮
৭। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ এর সংশোধন (২০২৩)
৮। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩

প্রবিধানমালা

১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০
২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০
৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০১১
৪। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬
৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬
৬। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬
৭। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী চাকরি (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০১৭
৮। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২১
৯। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী চাকরি (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২২
১০। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৩
১১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী (অংশ প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৩
১২। Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014
১৩। Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulations, 2021

নীতিমালা

১। বেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা-২০০৯

২। বেসরকারি পর্যায়ে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন পদ্ধতি, ২০১১

৩। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২

৪। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২)

৫। বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টের জন্য কনডেনসেট নীতিমালা, ২০১৪

৬। জ্বালানী তেল বিক্রয়ের লক্ষ্যে নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৪

৭। বাংলাদেশের জলসীমায় যাতায়াতকারী দেশী/বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে জ্বালানী সরবরাহের জন্য বাংকারিং নীতিমালা, ২০১৪

৮। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৬

৯। তরলীকৃত পেট্রেলিয়াম গ্যাস (অটো-গ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা-২০১৬

১০। তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)

১১। এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০১৭

১২। বায়োইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭

১৩। নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৪ (সংশোধন সংযোজন বিয়োজন প্রতিস্থাপন), ২০১৮

১৪। লুব বেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৮

১৫। বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯

১৬। প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৯

১৭। দেশজ প্রাকৃতিক তেল গ্যস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯

১৮। আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা ২০১৯

১৯। ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইন করিয়া মান সম্মত বেইস অয়েল উৎপাদনের অনুমোদন প্রদানের নীতিমালা-২০০৯

২০। বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা, ২০১৯

২১। ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইনিং প্যান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯

২২। লুব বেন্ডিং প্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২১)

২৩। আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত ২০২১)

২৪। ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইনিং প্যান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত ২০২১)

২৫। বেসরকারি খাতে এলএনজি/আরএলএনজি স্থাপন নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত ২০২৩)

অন্যান্য (নিয়মাবলী, ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা)

১। গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১৪

২। গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি, ২০১৪ (বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

৩। গ্যাস বিপণন নিয়মাবলি, ২০১৪ (গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

৪। সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নূরুল আলম এসপিএম প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিফলক উদ্বোধন

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০